দেশাত্মবোধক সামাজিক নাটক

তোমার পতাকা

বিধায়ক ভট্টাচার্য

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৪

মুদ্রাকর :
শ্রীনিত্যানন্দ পাত্র
ভারতী প্রেস
১৪, হরিপদ দত্ত লেন
কলিকাতা-৭

তোমার পতাকা

: চরিত্রাবলী :

অনুকূল বিশ্বাস—অহিংসাপন্থী কংগ্রেস-কর্মী।
বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী—ইনফরমার।
মিঃ তালুকদার—জমিদার।
বিপুল—তালুকদারের ম্যানেজারের ছেলে।
বিতান—বিপুলের মামাতো ভাই।
মহীতোষ মজুমদার—পুলিশসুপার।
বিভূতি ভড়—দারোগা।
আশীষ—অনুকূলের ছেলে।
নবীন, হারান—গান্ধীসংঘের সেবকের দল।
মিঃ দাস—ক্যাপিট্যালিস্ট।
নির্মল—মিঃ দাসের ছেলে।
থানার রাইটার—
রবার্টসন্—সার্জেণ্ট।
কিছু পুলিশ, আরো দু'একটি লোক এদিক ওদিক আছে।

হেমাঙ্গিনী—অনুকূলের স্ত্রী।
মিসেস তালুকদার—মিঃ তালুকদারের স্ত্রী।
মায়া—অনুকূলের মেয়ে।
স্বপ্না—তালুকদার দুহিতা।

কিছু কথা :—

'তোমার পতাকা' প্রকাশিত হ'ল। এর ব্যাক্ গ্রাউণ্ড আজকের দিন নয়। অজয় মুখার্জী এবং মাতঙ্গিনী হাজরার সময়কাল। নাটকটি আরম্ভ করেছিলাম নটরাজ শিশির কুমার ভাদুড়ীর জন্য। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্য অর্থাৎ যেটুকু লেখা হ'য়েছিল, তাঁকে শুনিয়ে-ছিলাম। মনে আছে তিনি রীতিমত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ নাটকটি শেষ করে তাঁর হাতে দিতে পারিনি।

প্রথম কথা এই নাটক অভিনয় সম্পর্কে যদি কারো কোন জিজ্ঞাসা থাকে, তবে নীচের ঠিকানায় আমাকে চিঠি দিলে আমি যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করবো। দ্বিতীয় কথা, এই নাটক অভিনয় করতে হ'লে অবশ্যই নাট্যকারের অনুমতি নিতে হবে এবং টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করলে নাট্যকারকে তাঁর সম্মান দক্ষিণা দিতে হবে।

৮, বি. টি. রোড
কলিকাতা-২

বিধায়ক ভট্টাচার্য

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীযুক্ত অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সেদিন ও

এদিনের সুযোগ্য সহকর্মীবৃন্দের প্রতি—

"শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীতি, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে—
সংকট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো।"

বিনীত
বিধায়ক ভট্টাচার্য

প্রথম দৃশ্য

অনুকূল বিশ্বাসের উঠান। উঠানের এক কোণে তুলসীমঞ্চ, আর এক কোণে মরাই মাটির পাঁচিল দিয়া বাড়ীর চতুর্দিক ঘেরা। খড়ে ছাওয়া ঘর ও রান্নাঘর পাশাপাশি। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে। একটু কান পাতিয়া থাকিলেই ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। এখানে ওখানে একটি দুটি করিয়া জোনাকি জ্বলিয়া উঠিতেছে......।

ঘরের ভিতর হইতে হেমাঙ্গিনী সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে লইয়া উঠানে নামিয়া আসিল। তারপর তুলসীমঞ্চের নিকট গিয়া প্রদীপটি নামাইয়া রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একটি হ্যারিকেন ও একটি মাদুর হাতে লইয়া বাহিরে আসিল। মাদুরটি দাওয়ায় পাতিয়া হ্যারিকেনের আলো কমাইয়া মাদুরের উপর রাখিয়া—পুনরায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি কাঠের চরকা ও কিছু তুলা আনিয়া মাদুরের উপর রাখিল।

দূরে কোথায় পর পর বন্দুকের কয়েকটি শব্দ হইল। সেই শব্দে হেমাঙ্গিনী চমকিয়া দাওয়া হইতে না মরা সদর দরজার পাল্লা খুলিয়া অতি সন্তর্পণে একবার বাহিরের দিকটা দেখিয়া লইল। আবার দুইটি গুলির শব্দ ও বহু দূরাগত জনতার ক্ষীণ কলরোল হেমাঙ্গিনী শুনিতে পাইল। পরক্ষণেই সব চুপচাপ। হেমাঙ্গিনী উঠান দিয়া হাঁটিয়া রান্নাঘরের কাছে আসিল। পরে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঘরের শিকলটি খুলিতে যাইবে, এমন সময় বাড়ীতে অনুকূল প্রবেশ করিল। সে বাড়ীতে ঢুকিয়া পুনরায় বাহিরের চারিদিক দেখিয়া লইয়া দরজাটি ভেজাইয়া দিল। পরে নিঃশব্দে দাওয়ায় উঠিয়া মাদুরের উপর বসিয়া

[অনুকূল এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া বাহিরের কথাগুলি শুনিতেছিল। এইবার আবার চরকা কাটায় মন দিল। কিন্তু তাহার সুতাকাটার ভঙ্গি হইতে বুঝা যায় যে, সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। হেমাঙ্গিনী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া স্বামীর কাছে আসিতেছিল। অনুকূল কহিল]

অনু। দোরটায় খিল দিয়ে এস।

[হেমাঙ্গিনী দরজায় খিল দিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে উঠানে জ্যোৎস্না নামিয়া আসিল]

হেমা। হ্যাঁগা এসব কি ?

অনু। কি সব ?

হেমা। এই সব বন্দুকের শব্দ ?

অনু। ইংরেজ দেশ শাসন করছে তারই নমুনা। (একটু চুপচাপ) আমরা সব আবার বেয়াড়াপনা শুরু করেছি কিনা, তাই দেশের অভিভাবকের দল আমাদের একটু সম্‌ঝে দিচ্ছেন। কেন আশীষ কি মায়ার কাছে শোননি এসব কথা ?

হেমা। না। তাছাড়া ওদেরই বা সময় কই আমাকে এসব কথা বলবার ? শুনি দেশের কাজ করছে। আমাকে চরকা কাটতে বলেছ, তাই চরকা কাটি। [চুপচাপ। অনুকূল চরকা কাটিতেছিল। স্ত্রীর কথা শুনিয়া একটু হাসিল] আচ্ছা আমরা স্বাধীনতা চাইছি বলেই কি ওদের এত রাগ ?

অনু। ঠিক তাই। আমরা স্বাধীনতা চাইছি বলেই ওদের এত রাগ। মুখে না বললেও মনে মনে ওদের বলার কথাটা হচ্ছে এই যে—বাপু তোমরা তো ছিলে অসভ্য আর বর্বর। আমরা

এসে আমাদের ইংরেজী শিক্ষা, সাহায্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে, চাকরি দিয়ে মানুষ করে তুললাম। শুধু তাই নয়, তোমাদের সতীদাহ নিবারণ করলাম, সাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়া বন্ধ করলাম, এমন কি ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ত-শাসন অবধি তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। তাতেও সন্তুষ্ট হচ্ছো না কেন? তবু কেন তোমাদের কংগ্রেস বলছে—ভারত ছাড়?

হেমা। কংগ্রেস তাই বলছে বুঝি?

অনু। হ্যাঁ। এবার কংগ্রেস এই প্রস্তাবই গ্রহণ করেছে। ফলে কর্তাদের হয়েছে রাগ। তাই হরিপুরা থেকে ফেরবার পথে যাবতীয় কংগ্রেস নেতা—যে যেখানে ছিল, সব্বাইকে ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিয়েছে।

হেমা। সব্বাইকে?

অনু। সবাইকে। না করেই বা করে কি? ভয়টা তো সামান্য নয়। পৃথিবী জুড়ে চলছে যুদ্ধ। জাপান তো দরজার কাছে এসে গেছে বললেই হয়।

হেমা। ইংরেজ হারছে তাহলে?

অনু। এবারকার যুদ্ধে হারছে বললে মিছে কথা বলা হবে। বলতে হবে—বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পিছু হঠছে।

হেমা। তার সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের কি সম্পর্ক?

অনু। এরা যদি জাপানকে চুপি চুপি এদেশে ডেকে আনেন। তাই আগে থেকে সাবধান হওয়ার চেষ্টা। বিশ্বাসঘাতকতা জিনিসটা ওঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। নিজেরা করলে যার নাম রাজনীতি—অপরে করলে তার নাম রাজদ্রোহ।

[আবার চরকা কাটায় মন দিলেন। দূরে আবার পর পর দুবার বন্দুকের আওয়াজ হইল]

হেমা। আশীষ মায়া এখনো ফিরলো না!

অনু। ওরা কি রোজ এই সময় ফেরে?

হেমা। না।

অনু। তাহলে শুধু শুধু ভাবছো কেন?

[চুপচাপ। বাড়ীর কাছেই কোথায় যেন নারীকণ্ঠের সঙ্গীত শোনা গেল—রবীন্দ্রসঙ্গীত। "আমার মিলন লাগি তুমি আসছো কবে থেকে। মাত্র কয়েকটি লাইন গাইবে।]

অনু। তালুকদারের মেয়ে?

হেমা। হ্যাঁ।

অনু। কবে এল ওরা?

হেমা। আজই সকালে। (একটু পরে) স্বপ্না এসেছিল দুপুরবেলায়।

অনু। ও।

হেমা। আশীষ আর মায়ার খোঁজ করছিল। ওরা কলেজে একসঙ্গে পড়তো কিনা?

অনু। হ্যাঁ, তা জানি।

হেমা। অনেকক্ষণ ছিল। বললো—মাসীমা আশীষকে গান্ধী আশ্রমে যাওয়া-আসা করতে বারণ করে দেবেন।

অনু। এবং ওদের বাড়ীতে যেতে বলতে হবে?

হেমা। না। বললে, এখানকার পুলিশ সাহেব ওর বাবার বন্ধু। তিনি নাকি বলেছেন যে, একমাসের মধ্যে এই জেলাকে ঢিট্ করে দেবেন। তিনি আশীষের নাম করে নাকি বলেছেন যে—

ওই হচ্ছে এখানকার আন্দোলনের বুদ্ধি দেবার মাথা, তাই—

অনু। বুঝেছি।

[একটু চুপচাপ। নূতন একটি তুলার বাণ্ডিল হাতে লইয়া চরকার মুখে তাহার সংযোগ স্থাপন করিয়া]

অনু। তা হঠাৎ তালুকদার পরিবারের এ গ্রামে শুভাগমনের হেতু?

হেমা। পুলিশ সাহেব রায়বাহাদুর হয়েছেন, তাই তাঁকে ভোজ দেবার জন্য ওঁরা এখানে এসেছেন। বললে—কিছুদিন থাকবে।

অনু। বেশ বেশ। (হঠাৎ) তা তোমাকেও নিমন্ত্রণ করে গেল নাকি?

হেমা। না, এখনও দিন ঠিক হয়নি।

অনু। হ'লে করত তাহলে?

[গান থেমে গেল। চরকা চলছে]

হেমা। তুমি এবেলা ভাতই খাবে তো?

[অনুকূল অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। কোন জবাব দিলেন না। হেমাঙ্গিনী উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। একটু পরে রান্না ঘর হইতে ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। বোঝা গেল হেমাঙ্গিনী রাত্রিকালীন আহার্য প্রস্তুতিতে মনসংযোগ করিয়াছেন। একটু পরে বাহির হইতে দরজায় ধাক্কা পড়িল। হাতের কাজ থামাইয়া অনুকূল প্রশ্ন করিল]

অনু। কে?

নেপথ্যে। আমরা বিশ্বেস মশাই। দরজাটা একবার খুলুন।

[ঘর সম্বন্ধে সংশয় ছিল না। কোনরূপ তাড়াহুড়া না করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে অনুকূল গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই উঠানে সদলবলে স্থানীয় ইনস্পেক্টর বিভূতি ভড় প্রবেশ করিলেন]

ভড়। ভাল আছেন বিশ্বেস মশাই ?

অনু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[সকলে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল]

ভড়। আর বলেন কেন দাদা! কত জন্মের পাপে যে মানুষ এই পুলিশের দারোগাগিরি করে—তা আর বলার নয়।

[সকলে বসিল]

ভড়। ছেলেবেলায় কথায় কথায় ঠাকুরমা আশীর্বাদ করতেন দারোগা হ'। তখন তো বুঝিনি দারোগা হওয়ার সুখটা কি ? দা-রোগা মানে যে দারুণ রোগা তা কে জানতো বলুন ?

[প্রতিবেশী বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী এই পরিহাসে হাসিয়া খুন]

বিশ্ব। উঃ! দারোগা মানে দারুণ রোগা ? ভড়বাবু কথায় কথায় এত হাসাতে পারেন।

ভড়। ওইটেই পারি চকোত্তি মশাই—লোক হাসাতেই পারি। শুধু কথায় কেন—কাজেও লোক হাসাচ্ছি। নইলে দেখুন না, ইংরেজ আমার কোন্ সাত পুরুষের কুটুম যে তার জন্য আমার দিনে রাতে চোখে ঘুম নেই ?

বিশ্ব। তা বললে কি চলে হুজুর ? রাজত্ব রক্ষার ভার হল আপনাদের উপর।

ভড়। কার রাজত্ব ? আমার বাবার না আপনার ঠাকুর্দার ? তা রক্ষা হ'ল কি—না হ'ল, আমার কিসের গরজ মশাই ? হ্যাঁ

বলতে পারেন, তবে করছো কেন? করছি, নুন খেয়েছি বলে! নুন খাওয়ার মজা জানেন তো? গুণ গাওয়াটি যেমন বন্ধ করলেন—অমনি দেখবেন এযাবৎ যতখানি নুন গিলেছেন—সবটুকু ওঁরা বার করে নেবেন। এক কথায় যাকে বলে আজ নগর কাল ধার পলিসি।

[কথার গুরুত্বে সবাই চুপ করিয়া রহিল]

ভড়। আমি নিজেকে মানুষ বলি না। যদি কেউ বলে, আমি তাকে মিথ্যেবাদী বলবো। মানুষ বলবো এই বিশ্বেস মশায়ের মত মানুষকে। সেই লবণ আন্দোলন থেকে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে সুরু করেছেন—আজও তার তিলমাত্র নড়চড় হয়নি। এরই মধ্যে বোধ হয় বার আষ্টেক জেলখাটা হয়ে গেল। বাপের ব্যাটা!

তেওয়ারী। রাত হয়েছে হুজুর।

ভড়। এঁ্যা! কি বলছিস কী?

বিশ্ব। ও বলছে—রাত্তির হয়ে যাচ্ছে, পুলিশ সুপার রয়েছেন গাঁয়ে, তাড়াতাড়ি থানায় ফিরে গেলে ভাল হয়।

ভড়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনেই ছিল না। দেশের কথা উঠলে আমার আর কিছুই মনে থাকে না মশায়। রক্তের গরমটা এখনো মরেনি কিনা?

বিশ্ব। কি রকম? কি রকম?

ভড়। আমার ঠাকুরদা একবার—তখন কোলকাতায় সন্ত ঘোড়ার ট্রাম চলতে সুরু করেছে। সাদা মুখের কি দাপট তখন?

সেই তখন—তখনকার দিনে একদিন এক খাঁটি ইংরেজের গালে চড় মেরেছিলেন।

বিশ্ব। কেন? কেন?

ভড়। সাহেব বুঝি তাঁকে উঠে অন্য আসনে বসতে বলেছিলেন। দেশপ্রেমের রক্ত আমাদেরও শরীরে বইছে মশাই। শুধু এই দারোগাগিরিতেই আমার দফা নিকেশ করে দিলে।

বিশ্ব। হবে না কেন? বড় বংশের ব্যাপারই আলাদা। তবু একথা আমি নিশ্চয়ই বলবো যে, অনুকূল আমাদের জাতে ছোট হয়েও যথেষ্ট করেছে। গান্ধীর চেলা দেশে আরও অনেক আছে হুজুর। কিন্তু ওর মতো—

ভড়। বটেই তো! সেকথা একশোবার স্বীকার করতে হবে। সে যাক্—এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমি আজ আপনার কাছেই এসেছি বিশ্বেস মশাই।

[অনুকূল এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। দারোগার সম্বোধনে এইবার মাথা তুলিয়া চাহিল]

অনু। কি আদেশ বলুন।

ভড়। (জিভ কাটিয়া) ছি-ছি-ছি-ছি, শুধু শুধু আমায় অপরাধী করবেন না বিশ্বেস মশাই। আদেশ কি আপনাকে করতে পারি, না সেই অধিকার আমার আছে? আমি এসেছি সামান্য একটি অনুরোধ নিয়ে। যদি রাখেন—

অনু। বলুন।

ভড়। বলছিলাম কি—ধান চাল ঘরে আছে কিছু? (অনুকূল চুপ)

অবিশ্যি জানি—দিতে কষ্ট হয়। কিন্তু কি করবো বলুন। পাঁচটা গাঁয়ে দশটা ক্যাম্প, লাল মুখে একেবারে গিজ্ গিজ্ করছে। এই কুম্ভকর্ণদের পেট ভরাতে হবে তো? তা'—কি রকম আছে চাল?

অনু। যা আছে, তাতে আমার পরিবারের দু মাস চলবে।

বিশ্ব। তা হ'লে ওদের চলবে দুদিন।

ভড়। প্রায় তাই। মেরে কেটে আড়াই। তাহলে ওই কথাই রইলো বিশ্বেস মশাই। কাল সকালে তেওয়ারী আসবে লোকজন নিয়ে, ওদের হাতে ওগুলো দিয়ে দেবেন। চলহে।

[সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল]

বলবেন না—আর বলবেন না। এই চাল আটা আর পাঁঠা যোগাতে যোগাতে আমার নিজের মুখ দিয়েই যে কবে 'ব্যা' বেরিয়ে যাবে—সেই ভয়ে আছি। যাই হোক ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে আর ছোট করবো না। ত্যাগ স্বীকার তো আর আপনারা নতুন করছেন না—যে ধন্যবাদের প্রত্যাশী হবেন। আচ্ছা আসি তা হ'লে?

[চলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় রান্না ঘর হইতে হেমাঙ্গিনী দ্রুতপদে আসিয়া কহিল]

হেমা। দাঁড়ান।

[সকলে থমকিয়া দাঁড়াইল]

হেমা। আমাদের সব চাল আপনাদের দিতে পারবো না। এতে যদি কোন অপরাধ হয়, তবে আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করতে

পারেন। যথাসর্বস্ব আপনাদের দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি উপোস করে মরতে রাজি নই।

ভড়। সেকথা আপনার স্বামীর সঙ্গে হয়ে গেছে মা লক্ষ্মী!

হেমা। উনি সন্ন্যাসী, ওঁর কথা আমি মানবো না।

বিশ্ব। একপক্ষ মানলেই চলবে। সে পক্ষ আমরা। আমরা ওঁর কথা নির্বিচারে মেনে নিয়েছি। ব্যস, ফুরিয়ে গেল। চলুন হুজুর!

[সকলে বাহির হইয়া গেল]

হেম। তুমি কী? তুমি ওদের সব চাল দিয়ে দেব বললে!

অনু। বললাম।

হেম। কিন্তু আমরা? আমরা খাব কি?

অনু। অস্থির হ'য়ো না হিমু। যে বিধাতা ওদের হাতে অত্যাচার করবার অস্ত্র দিয়েছেন, তিনিই আমাদের মনে সহ্য করবার শক্তি জুগিয়ে চলেছেন। অসুরের কাছে মাথা নীচু করলে অসুরের জয় হয় না হিমু—হয় দেবতার পরাজয়। অতএব মনে মনে বলো, আরো আঘাত সইবে আমার, আরো আঘাত।

[দারোগার পুনঃপ্রবেশ]

ভড়। ভাল কথা বিশ্বেস মশাই, ভাগ্যিস্ তেওয়ারীটা এসেছিল তাই মনে করিয়ে দিলে। আপনার গরুটিকে আমরা নিয়ে গেলাম।

হেমা। মঙ্গলাকে!

অমু। কিন্তু সে যে অন্তঃসত্ত্বা।

ভড়। (হা হা ক'রে হেসে) একদিন পর ওর কোন সত্তারই অস্তিত্ব থাকবে না মশাই, তার অন্তর আর বাহির। আচ্ছা চলি।

হেমা। না-না-না—আমি—

[হঠাৎ অনুকূল হেমাঙ্গিনীর মুখটা চাপিয়া ধরিল। দারোগা প্রস্থান করিলেন। দেখা গেল বাক্‌রুদ্ধা হেমাঙ্গিনীর দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুধারা টপ্‌টপ্ করিয়া অনুকূলের হাতের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মিঃ তালুকদারের ড্রইং রুম। ঘরের জানালা খোলা, তাহার ভিতর দিয়া চন্দ্রালোকিত গাছপালা দেখা যাইতেছে। তালুকদারের মেয়ে স্বপ্না জানালার কাছে দাঁড়াইয়া গ্রামের দিকে চাহিয়াছিল। বিপুল ও বীতি (বিতান) সোফায় বসিয়া আছে। স্বপ্না জানালার কাছে ফিরিয়া আসিয়া বসিল]

বিপুল। যদি কিছু মনে না করেন···

স্বপ্না। মনে করবো না।

বিপুল। বীতি বলছিল—

বীতি। আমার নাম করে জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাগুলো আর নাইবা বললে ভাই। না স্বপ্নাদি, আমি কিছুই বলিনি।

স্বপ্না। আচ্ছা বেশ—বক্তাকে আমার প্রয়োজন নেই। বক্তব্যটুকু জানতে পারলেই কাজ হবে।

বীতি। বক্তব্য বুঝেছ স্বপ্নাদি? আর একখানা গান শোনার কাঙালপনা বোধ হয়।

স্বপ্না। এই কথা?

বিপুল। হ্যাঁ। একখানাতে শুধু লোভই বেড়েছে, তৃষ্ণা মেটেনি।

বীতি। অতএব দয়া ক'রে পুনরায় বর্ষণ করো তাপ-হরা, তৃষা-হরা কণ্ঠসুধা।

স্বপ্না। তথাস্তু।

[স্বপ্না গাহিতে সুরু করিল। রবীন্দ্র সঙ্গীত। বিপুল ও বীতি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। গান শেষ হইল।]

বীতি। সত্যি স্বপ্নাদি। কি ক'রে তুমি এত ভাল গান গাও বলতো।

স্বপ্না। শিখে।

বীতি। গান আমিও তো শিখেছি। কিন্তু তোমার মত হয় নাতো। তার মানেই gifted ব্যাপার। কী বলো?

স্বপ্না। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার মনে হয় এর সবটাই কাল্‌চারের উপর নির্ভর করে।

বিপুল। সেকথা আলাদা। কাল্‌চার করলে সবই সম্ভব।

স্বপ্না। তাই কি? গানের কাল্‌চার করলে কি আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, রাধিকা গোঁসাই হওয়া যায়, না—রাজনীতি করলেই গান্ধী-জহর-সুভাষ হওয়াটা সম্ভব?

বিপুল। গান্ধী-জহর-সুভাষ হওয়াটা কি আপনি খুব একটা অসম্ভব বলে মনে করেন?

স্বপ্না। করি বইকি।

বিপুল। ভুল করেন। বাপের কিছু টাকা, একখানা ডেলি কাগজ আর শতখানেক পেইড্ কিংবা আনপেইড্ ভক্ত থাকলেই হয়।

বীতি। দাদার যত সব queer idea.

বিপুল। আইডিয়া নয়, নেতাগিরির মোদ্দা কথা হচ্ছে দল। যেমন তেমন করে একটা দল পাকিয়ে ফেলুন। তাদের দিয়ে কারণে অকারণে হৈ চৈ করান। এমনভাবে ভক্তদের তৈরি করুন, যাতে করে আপনার নাম শোনা মাত্র তাদের স্বেদ-পুলক-কম্প উপস্থিত হয়। প্রতিপক্ষের মিটিং ভেঙে দিন, নিজের কাগজ-

খানাকে বিলিয়ে দিন, আর বাঙ্গালী হোক অবাঙ্গালী হোক—কিছু বড়লোক হাতে রাখুন—ব্যস্ দেখতে হবে না।

স্বপ্না। এই আপনার মত?

বিপুল। হ্যাঁ—শুধু আমার মত নয়। বাংলা দেশের অধিকাংশ ভদ্রলোকের এই মত। কিন্তু কথা হচ্ছে দল গড়ে চাঁদা আদায় করা যায়, কিন্তু স্বাধীনতা তো আদায় করা যায় না।

বীতি। বেশ তো, চাঁদা দিচ্ছে মনে করেই ইংরেজ স্বাধীনতাটা আমাদের দিয়ে দিক্ না।

বিপুল। তা হয়তো একদিন দিতে পারে। কিন্তু সেটা চেয়ে-চিন্তে নিতে হবে। চোখ রাঙিয়ে 'ভারত ছাড়' বললেই যে ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে—এটা মনে করা ছেলেমানুষি।

[হঠাৎ দূরে একটা পুরুষের গলায় আর্তনাদ উঠিল। দুই তিন-বার ও-ও শব্দ করিয়াই সেটা থামিয়া গেল। শব্দ শুনিয়াই স্বপ্না জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শব্দ থামিলে কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল।]

স্বপ্না। কি ব্যাপার? ওরা কি গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে অত্যাচার সুরু করলো নাকি?

বিপুল। সমস্ত গাঁয়ের লোক যদি একজোট হয়ে ওদের অধিকারের গণ্ডির মধ্যে ঢুকে অত্যাচার সুরু করে—তবে ওরাই বা ছেড়ে কথা কইবে কেন?

বীতি। এটা তোমার অন্যায় কথা। গাঁয়ের লোক দুর্বল, তারা

কি করবে? আর কিছু করবার ক্ষমতাই বা তাদের কই?

বিপুল। বেশ তো, এস-পি আজ আসছেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখিস—এরা কি করতে পারে—বা কি করছে। স্টেশন থানা কালেক্‌টরি জ্বালিয়ে দেওয়া, রেল লাইন উপ্‌ড়ে ফেলা, পুলিশ অফিসারদের খুন করা—কোন কিছুই করতে এদের বাকী নেই।

[নেপথ্যে ডাক শোনা গেল—স্বপন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে প্রবেশ করলেন মিসেস তালুকদার। বয়স চল্লিশের কিছু উপরে। সমস্ত চলায় বলায় তাঁর অভিজাত্য সঞ্জাত গাম্ভির্যের ছাপ। ঘরে ঢুকিয়া তিনি আড চোখে একবার বিপুল ও বীতিকে দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন]

মিসেস তালুকদার। কী করছো তোমরা?

স্বপ্না। বসে বসে বিপুলবাবু আর বিতানের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

মিসেস। ভারতবর্ষের রাজনীতি? ফুঃ! ওর চাইতে আলু পটলের বাজার দর নিয়ে আলোচনা করা অনেক ভাল। তোমার বাপী কোথায়?

স্বপ্না। জানিনে তো!

মিসেস। এই ওয়ার্থলেস্ মানুষটাকে নিয়ে আর আমি পারিনে। দুরবীন নিয়ে ছাতে বসে নেইতো?

বীতি। আমি যখন আসছিলাম তখন তিনি ছাদে যাচ্ছিলেন বটে।

মিসেস। তাহলে সেখানেই আছে। এদিকে এস-পি খবর

পাঠিয়েছেন আজ রাত্রে এখানে থাকবেন। তাঁর খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা করলুম—না করলুম—সেদিকে কিছুমাত্র চিন্তা আছে?

স্বপ্না। বাণীকে ডেকে আনবো?

মিসেস। না দরকার নেই। কী জানি চলে এলে য'দ মঙ্গল কি শুক্র গ্রহ সরে টরে যায়। বীতি, তুমি একবার কিচেনে যাও, বাবুর্চীটা নতুন, চপগুলোর shape ঠিক decent করছে কিনা watch করগে।

বীতি। আচ্ছা। [প্রস্থান]

[দূরে বন্দুকের আওয়াজ]

মিসেস। ওঃ! এই পাগলা কুকুরগুলোকে মারতে—কেন যে এত সময় লাগছে জানিনে। By the by, নির্মলকে আনতে স্টেশনে গাড়ি গেছে?

স্বপ্না। হ্যাঁ।

মিসেসে। যাক বাঁচা গেল! বিপুল, তুমি একটু কষ্ট করে গেটের কাছে দাঁড়াও। মানে এস-পি আসছেন তো? তিনি আবার বাড়ীটা ঠিক চেনেন কিনা—

বিপুল। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

মিসেস। হ্যাঁ, তুমি আমার নিজের লোক। তোমাকে হুকুম করতে আমার সঙ্কোচ নেই। তোমার বাবা নন্দীগ্রাম থেকে এখনও ফেরেননি?

বিপুল। না।

মিসেস। অবিশ্যি তার জন্যে ভাববার কিছু নেই। কেননা আমার এই জমিদারি তিনি শ্বশুরের আমল থেকে দেখাশুনা করছেন, বাকী খাজনা আদায় করতে তিনি জানেন।

বিপুল। আমি তাহলে, গেটের কাছে—

মিসেস। হ্যাঁ গিয়ে দাঁড়াও।

[বিপুল চলিয়া গেল]

মিসেস। তুমি এখন অবধি শাড়িটাও বদলাওনি দেখছি। এতখানি অন্যমনস্ক হবার কি কারণ ঘটলো বেবী ?

স্বপ্না। এমনি। গল্প করছিলাম কিনা তাই—

মিসেস। হুঁ। যাও কাপড়টা বদলে এসো। আর শোন। বিকেলে তুমি শুনলাম অনুকূল বিশ্বাসের বাড়ী গিয়েছিলে ?

স্বপ্না। হ্যাঁ।

মিসেস। কেন ?

স্বপ্না। ওঁর ছেলে আশীষ আমার সঙ্গে পড়তো—অনেক দিন দেখা হয়নি, তাই—

মিসেস। আর যেও না। তুমি হয়তো জাননা, পুলিশ এই অনুকূলের familyর ওপর কড়া নজর রেখেছে। তাদের সন্দেহ হ'ল এই অঞ্চলের দশ বার খানা গ্রামের বিদ্রোহের পাণ্ডা হ'ল এই অনুকূল আর তার ছেলে।

স্বপ্না। ও।

মিসেস। বুঝতেই পারছো—দেশের অবস্থা ভয়ানক খারাপ। জাপান win করছে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। কলকাতায়

দলে দলে লোক মরছে। সত্যি কথা বলতে কি—বৃটিশের সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে। এই সময় যারা ওদের help করবে—তাদের ওরা মনে রাখবে।

স্বপ্না। তাতো বটেই—

মিসেস। তাছাড়া শীগগীরই ওর রায়বাহাদুর উপাধি পাবার কথা। এই সময় কতকগুলো traitor-এর সঙ্গে মিশে সেটা lo‹ se করা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

স্বপ্না। যারা দেশের কাজ করে, দেশের কথা ভাবে—তাদের তুমি traitor বলছো মা ?

মিসেস। হঁ্যা। তাই বলছি। তর্ক করো না, যাও, শাড়িটা পাল্টে এসো।

[স্বপ্না চলিয়া গেল। মিসেস তালুকদার টেবিলের জিনিসপত্র দুএকটা এদিক ওদিক সরাইয়া একটু সরিয়া আসিয়া সমস্ত ঘরটিকে এমনভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—ঠিক যেমন করিয়া চিত্রকর তাহার ছবি শেষ হইবার পর সেটিকে দাঁড়াইয়া দেখে। একটু পরে নিজের মনেই বলিলেন]

মিসেস। মোটের উপর চলে যাবে।

[মিঃ তালুকদার প্রবেশ করিলেন। তাঁর হাতে কতকগুলি ম্যাপ ও বায়নাকুলার জাতীয় একটি বস্তু, মানুষটি লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ। এক কথায় সুপুরুষ। চিত্ত সদা সুপ্রসন্ন। তবে ইহার কারণ মিসেস তালুকদার বলেন—তিনি কানে একটু কম শোনেন বলিয়া।

মিঃ তালুকদার ঘরে ঢুকিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া জানালা দিয়া আকাশটা আর একবার দেখিয়া লইলেন। পরে স্ত্রীর কাছে আসিয়া হাসি হাসি মুখে বলিলেন]

মিঃ। দেখে এলাম।

মিসেস। কি?

মিঃ। আকাশ।

মিসেস। (বিরক্ত হইয়া) যে রকম ভীমরতি হয়েছে তোমার, তাতে আর বেশীদিন নীচে থেকে আকাশ দেখতে হবে না,—একেবারে সেখানে গিয়েই দেখবে। (আবার ঘর দেখিতে লাগিলেন)

মিঃ। (হাসিয়া) মৃত্যুর কথা বলছো বুঝি? ভয় নেই গো, ভয় নেই—আমার মরতে এখনও দেরি আছে। বৃহস্পতির অন্তর্গত রবি—

[মিঃ তালুকদার হাসিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন]

মিঃ। না-না আমার এখন মঙ্গলের দশা—

মিসেস। মঙ্গল টঙ্গল নয়,—তুমি নিজেই দিন দিন আমার অমঙ্গল হয়ে দাঁড়াচ্ছ। আর কিছুদিন এইভাবে চললে আমাকে মরতেই হবে। সেদিন তোমার সোম থেকে রবি—কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

মিঃ। বেশ। আর তোমার অবাধ্য হব না। কি করতে হবে বলো!

মিসেস। চট করে পোশাকটা পাল্‌টে এসো। আজ এস-পি আসছেন—তাকি ভুলে গেছো?

মিঃ। না, ভুলিনি।

মিসেস। আজ রাত্রে তিনি খাওয়া দাওয়া করে এখানেই থাকবেন। তুমি আর দেরি কোরনা—যাও।

মিঃ। যাই। (গিয়ে ফিরে এসে) দেখ, আমার যদি অবশ্য করণীয় কোন কর্তব্য থাকে—তবে—

[মিসেস তালুকদার হাত নাড়িলেন। মিঃ তালুকদার চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন জেলার পুলিশ-সুপার মহীতোষ মজুমদার। পিছনে খাতাপত্র হাতে তাঁহার চাপরাসী। চাপরাসী টেবিলের উপর খাতাপত্র রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

মহী। মিসেস তালুকদার—ভালো আছেন তো?

মিসেস। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?

মহী। আমাকে আর ভাল থাকতে দিচ্ছে কই? এরকম গোলমাল নাইটিন-ফাইভ-এর পর আর বোধহয় হয়নি।......আচ্ছা আপনি দয়া করে একটু ভিতরে যানতো মিসেস তালুকদার—আমি কতকগুলো জরুরী কাজ সেরে নিই।

মিসেস। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে, এক কাপ চা কি কফি পাঠিয়ে দেব?

মহী। অনেক ধন্যবাদ।

[মিসেস তালুকদার চলিয়া গেলেন। মজুমদার চাপরাসীকে ইঙ্গিত করিলেন, সে চলিয়া গিয়া বিভূতি ভড়কে লইয়া আসিল। সে আসিয়া এমনভাবে নমস্কার করিল—যাহাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম বলা চলে]

মহী। বসুন। [ভড় সসঙ্কোচে বসিল] আপনিইতো এখানকার সাব ইনস্পেক্টার?

ভড়। Yes Sir.

মহী। কী ব্যাপার বলুনতো?

ভড়। ব্যাপার স্যার ভাল নয়। চারিদিকে স্যার কেমন যেন একটা মরিয়া মরিয়া ভাব। ভাল কথা বললেও স্যার মুখের যে অবস্থা, ভয় দেখালেও স্যার প্রায় সেই অবস্থা।

মহী। কেন হলো ?

ভড়। কেন যে স্যার হলো তা' আমি—তবে স্যার ওর নাম কি—

মহী। বুঝেছি। অনুকূলকে ডাকতে পাঠিয়েছেন ?

ভড়। অনেকক্ষণ স্যার। বিশ্বম্ভর গেছে।

মহী। সে কে ?

ভড়। এই গাঁয়েরই লোক। ইনফর্মারের কাজ করে। মধ্যে মধ্যে স্যার দুচার আনা দিলেই খুশী।

মহী। চলে কি করে ?

ভড়। কিছু জমিজমা আছে। তাছাড়া স্যার—পুলিশের কাজ মানে রাজার কাজ—করতে পারলে খুশী হয়।

[বেয়ারা আসিয়া কফি দিয়া চলিয়া গেল। মজুমদার নীরবে কাপ টানিয়া লইয়া চুমুক দিতে লাগিলেন। ভড়ের পা দুটি কাঁপিতেছিল। সে জামার হাতায় নিজের কপালটা একবার মুছিয়া লইল ও জিভ দিয়া ঠোঁট দুটি ভিজাইয়া লইল। মজুমদার অনেকক্ষণ যেন কি ভাবিলেন। পরে কহিলেন।]

মহী। এখানে সোল্‌জারদের ছাউনি কোথায় ?

ভড়। গাঁয়ের বাইরে স্যার। ক্যাপ্টেন ব্লিকের দল—

মহী। হুঁ। ওদের খাবার দাবার—

ভড়। আমিই দিচ্ছি স্যার। ডাল—আটা-টাটা সে সবতো মনে করুন গেরোস্তর ঘর থেকেই—হয়ে যাচ্ছে কোন রকমে। কিন্তু

স্যার, গরুটা আস্‌টার দরকার হলেই—। আজ সন্ধ্যে বেলায় তো—অনুকূলের প্রেগ্‌ন্যান্ট গরুটাকেই নিয়ে আসতে হলো।

মন্ত্রী। (ঘড়ি দেখিতে দেখিতে) কিছু আপত্তি করলে না?

ভড়। নাঃ। ওসব বিষয়ে ওরা খুব ভাল স্যার। গেঁদোর চ্যালা কিনা? শুধু বললে—গরুটা অন্তঃসত্ত্বা।

মন্ত্রী। হুঁ।

[এমন সময় দ্বারপ্রান্তে বিশ্বম্ভরকে দেখা গেল। সে ঘরে ঢুকিয়া সাষ্টাঙ্গে শুইয়া পড়িল। এমনভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে শুইয়া পড়িতে দেখিয়া মজুমদার সাহায্যপ্রার্থী মনে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

মন্ত্রী। কী চায় এ?

ভড়। কিছু চায় না স্যার। আপনাকে প্রণাম করছে।

মন্ত্রী। ও! কে এ!

ভড়। এই তো স্যার বিশ্বম্ভর।

[মজুমদার আর একবার বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া লইলেন। সে ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে]

ভড়। এসেছে অনুকূল?

বিশ্ব। ওর বাপ আসবে হুজুর, ওতো ছেলেমানুষ।

ভড়। নিয়ে আসবে স্যার?

মন্ত্রী। হ্যাঁ।

[বিশ্বম্ভর চলিয়া গেল। একটু পরেই অনুকূলকে লইয়া প্রবেশ করিতেই মজুমদার সঙ্গে সঙ্গে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

মন্ত্রী। আসুন আসুন।

অনু। নমস্কার।

মহী। নমস্কার। বসুন বসুন।

[এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া অনুকূলের হাত ধরিয়া আনিয়া সোফায় বসাইলেন এবং নিজে পাশে বসিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া ভড় ও বিশ্বম্ভরের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে ঘন ঘন জিজ্ঞাসু চোখে চাহিতে লাগিল]

মহী। চা খাবেন?

অনু। চাতো আমি খাই না।

মহী। ও! (একটু পরে) একান্ত কংগ্রেসসেবী হিসাবে আপনার নাম সদরে বসেই শুনেছি। কিন্তু আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়নি।

অনু। আপনার পরিচয়টা তো পেলাম না।

মহী। Oh I am sorry. সেইটেই আমার আগে বলা উচিত ছিল। আমি এখানকার এস-পি।

[দুজনেই চুপ। বিশ্বম্ভর বাহিরে গেল]

অনু। আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন সেটা বললে ভাল হোত। কেন না আমার এখনও আহারাদি হয়নি।

মহী। ও! তাই নাকি? তাহলে আজ থাক্। এমন কিছু জরুরী দরকার নেই। এত রাত্তিরে—আপনাকে কষ্ট দিয়ে না আনলেও পারতো। এরা যে ডেকে আনতে বললে ধরে আনে।

অনু। ও!

মহী। হ্যাঁ। কেননা আমার কিছু জানবার কৌতূহল আছে। যেসব কথা কেবল নিছক অহিংসধর্মীর কাছ থেকেই

জানা যাবে। আর এটা মানেন তো—যে দেশে এখন অহিংসধর্মীর ছদ্মবেশ চলছে?

অনু। একথা আমি মানি না।

মন্ত্রী। মানেন না?

অনু। না, আমাদের দলকে আমি এই দেশের সর্বাধিক লোকের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বলে মানি। আমি জানি—

মন্ত্রী। বলুন।

অনু। আঘাত না করলে প্রত্যাঘাত করার লোক এদেশে এখন নেই। যারা ছিল, তাদের আপনারা বাইরে রাখেন নি।

মন্ত্রী। আচ্ছা তাহলে, এই যে চারিদিকে গোলমাল চলছে, এটা কোন্ আঘাতের প্রত্যাঘাত বলে আপনি মনে করেন?

অনু। ইংরেজ চেয়েছিল এবার জননেতা ও জনতা উভয়েরই কণ্ঠরোধ করতে। আমার মনে হয়, এই আন্দোলন তারই প্রতিক্রিয়া।

মন্ত্রী। এই আন্দোলন আপনি সমর্থন করেন? এই যে চারিদিকে বিপর্যয় চলেছে, তাতে অসুবিধে কার বেশী? ইংরেজের না আমাদের?

[অনুকূল চুপ]

মন্ত্রী। আমি যদি আপনাকে এই গ্রামের আন্দোলন থামাতে অনুরোধ করি, যদি বলি যে হিংসার পথে না গিয়ে তারা পুরোপুরি অহিংস ভাবেই আন্দোলন করুক এই শিক্ষা আপনি তাদের দেবেন, আপনি কি রাজি হবেন?

[হঠাৎ বাহিরে বন্দুকের আওয়াজ হইল। আর্তনাদ শুনিয়া মিঃ মজুমদার

ছুটিয়া জানালার কাছে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বেহারা প্রবেশ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল]

বেহারা। হুজুর। বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তিকে কে গুলি করেছে।

ভড়। সেকি?

বেহারা। হ্যাঁ। তিনি বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিলেন, এমন সময়—

ভড়। চলো, চলো।

[ভড় চলিয়া গেলে মিঃ মজুমদার অনুকূলের দিকে চাহিলেন। অনুকূল মাথা নীচু করিল। মজুমদার ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে সুরু করিলেন। দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে বিস্মিত হতবাক মিঃ ও মিসেস তালুকদার প্রবেশ করিয়া চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিপুল ঘরে ঢুকিয়া কহিল]

বিপুল। স্বপ্নাদেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মিসেস। সেকি? কোথায় গেল বেবী?

বিপুল। তার শোবার ঘরের দরজা খোলা—অথচ মিনিট পাঁচেক আগেও আমি ওখান দিয়ে pass করার সময় দেখেছি—দরজা বন্ধ ছিল।

মিসেস। নীচে দেখ—নীচে দেখ।

[বিতানের প্রবেশ]

বীতি। না, আমি এইমাত্র দেখে এলাম। নীচেও স্বপ্নাদি নেই।

[এই কথায় অনুকূল ও মজুমদারের যেন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অনুকূল মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল ও মিঃ মজুমদার আপন মনে পায়চারি করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া অনুকূলের দিকে চোখ রাখিয়া একটি চুরুট ধরাইতে লাগিলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[অনুকূলের বাড়ী। জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত বাড়ীটা যেন থম্‌থম্ করিতেছে। দাওয়ায় এক কোণে হ্যারিকেন কমাইয়া রাখা হইয়াছে, যে মাদুরটা ইতিপূর্বে পাতা হইয়াছিল, তাহারই একপ্রান্তে হেমাঙ্গিনী জড়সড় হইয়া শুইয়া আছে। দরজা দিয়া বাড়ীতে ঢুকিল আশীষ। তাহার হাতে দুখানি ফাইল। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া সে মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে হঠাৎ চাপা গলায় ডাকিল]

আশীষ। মা! মা!

[ছেলের ডাকে হেমাঙ্গিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল]

হেমা। কখন এলি তুই?

আশীষ। এইমাত্র। বাবা ফেরেন নি এখনো?

হেমা। হাঁ। একটু আগে বিশু চক্রবর্তী এসে তালুকদারের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেছে।

আশীষ। তালুকদারের বাড়ীতে? বিশু চক্রবর্তী? কেন?

হেমা। পুলিশ সাহেব এসেছেন সেখানে। তিনি নাকি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

আশীষ। পুলিশ সাহেব?

[একটু ভাবিয়া লইল। পরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল]

হেমা। কোথায় যাচ্ছিস?

আশীষ। তালুকদারের বাড়ী। বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি।

[চলিতে লাগিল]

হেমা। ওরে!

[উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়ের ডাকে আশীষ দাঁড়াইয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল।]

হেমা। উনি যদি রাগ করেন?

আশীষ। কেন?

হেমা। তুই ডাকতে গেছিস বলে।

আশীষ। না। রাগ করবেন না। ওদের তুমি জানো না মা।

হেমা। কাদের?

আশীষ। এই পুলিশের লোকদের। দরকার হলে ওরা নিজেদের স্ত্রী পুত্রদের ধরিয়ে দিয়ে সরকারের কাছ থেকে প্রমোশন নেয়।

হেমা। কিন্তু উনি তো কোন দোষ করেন নি।

আশীষ। (হাসিয়া) ইতিহাস পড়লে দেখবে মা—১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল। সেই প্রথম ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা চাওয়ার অপরাধ স্নুরু। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত যত লোক জেল খেটেছে, দ্বীপান্তরে গেছে, ফাঁসিতে মরেছে, তুমি কী বলতে চাও মা তারা সবাই দোষী ছিল?

হেমা। নির্দোষীও ছিল?

আশীষ। ছিল না—এ কথা হলফ করে বলা শক্ত। আজ আমরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছি। হয়ত শীগ্‌গিরই এমন দিন আসবে—যেদিন ইংরেজ সত্যিই এদেশ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু আরও কয়েক শতাব্দীর জন্যে এ দেশে অমর হয়ে থাকবার

প্রমাণ স্বরূপ সে দুটি জিনিস রেখে যাবে। এক হচ্ছে তাদের ভাষা, আর একটি হচ্ছে তাদের পুলিশ।

[হেমাঙ্গিনী চুপ]

পুলিশ হওয়াটা দোষের নয়। দোষের হচ্ছে পুলিশী মনোভাবটা। সে মনোভাব হচ্ছে—কালা-আদ্‌মির প্রতি সাদা আদমির মনোভাব। অর্থাৎ তুমি চোর হও আর ভদ্রলোক হও, বিদ্বান হও আর মূর্খই হও—আমাদের চেয়ে জাতে ছোট তোমরা।

হেমা। কেন?

আশীষ। কেননা আমরা হচ্ছি ন্যায় ও ধর্মের রক্ষক। এক কথায় আমরা হচ্ছি ভারতের ভাগ্য-বিধাতা। বৃটিশের পদাশ্রিত শাসনকর্তা। ওরা করবে শোষণ, আমরা করবো শাসন। তোমাদের রীতিমত শাসন ক'রে, ওদের দস্তুরমত শোষণের সুবিধে করে দেওয়ার জন্যই আমরা।

হেমা। তোর সব কথা আমি বুঝিনে আশীষ।

আশীষ। বোঝবার দরকার নেই মা। শুধু একটা কথা মনে রেখো। ইংরেজের পুলিশের দেশাত্মবোধ বলে যদি কোন বস্তু থাকতো—তাদের যদি পরাধীনতার জ্বালা বলে কোন অনুভূতি থাকতো—তবে এই আগস্টেই ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যেত। জনসাধারণের কোন আন্দোলন করার দরকারই হতো না। আমি যাই—বাবাকে নিয়ে আসি।

[বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় দরজা দিয়া মায়া ও স্বপ্না প্রবেশ

করিল। দুজনকেই বেশ উত্তেজিত দেখা গেল। মায়াকে পিছনে ফেলিয়া স্বপ্না অগ্রসর হইয়া আসিল]

হেমা। একি! তুমি এত রাত্তিরে মা?

স্বপ্না। আপনাদের ভণ্ডামির মুখোস খুলতে।

হেমা। ভণ্ডামি!

স্বপ্না। এক:শোবার ভণ্ডামি। কথায় আর কাজে যাদের মিল নেই, তাদের আমি ঘৃণা করি। আপনাদের সম্বন্ধে একটা মিথ্যে ধারণা ছিল। ভালই হলো—আজ সেটা ভেঙ্গে গেল।

আশীষ। এতো রাত্রে বাড়ী বয়ে এসে—তোমার শ্রদ্ধা হারানোর কথাই কী তুমি আমাদের জানাতে এসেছো?

স্বপ্না। নিজে আসিনি। আসতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে।

আশীষ। অর্থাৎ?

স্বপ্না। তোমার বোন:কে জিজ্ঞেস করলেই—সেই অর্থাৎটা জানতে পারবে।

[মুহূর্তের জন্য সকলেই যেন কেমন হইয়া গেল। পরে দৃঢ়পদে আগাইয়া আসিয়া আশীষ প্রশ্ন করিল।]

আশীষ। কী হয়েছে মায়া?

হেমা। মায়া! (মায়া নিরুত্তর)

স্বপ্না। উত্তর দাও। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অহিংসা ধর্মের উপাসক তোমরা—আমি স্বেচ্ছায় এসেছি, না আসতে বাধ্য হয়েছি—সে কথার জবাব দাও।

হেমা। আমি আমার মেয়েকে চিনি। আমি জানি এমন কোন কাজ ও করবে না—করতে পারে না, যার জন্য ওর বাপ মা কোন বড়লোকের মেয়ের কাছে অপমান হতে পারে। মায়া! কি করেছিস্ বল্।

মায়া। আমি বিশু চক্রবর্তীকে গুলি করেছি মা।

হেমা। সেকি!

আশীষ। কিছু বলেছিল তোকে বিশু চক্রবর্তী?

মায়া। না। আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু আজ সকাল থেকে গাঁয়ের মধ্যে—উনি অনেকের কাছে সৈন্যদের জন্যে মেয়ে দেবার লোভ দেখিয়েছেন। টাকার লোভ দেখিয়েছেন, চাকরির লোভ দেখিয়েছেন—শেষকালে দরকার হোলে কেড়ে নিয়ে যাবার ভয় অবধি দেখিয়েছেন।

আশীষ। তারপর?

মায়া। আমার সঙ্গে দুপুরবেলা তাঁর দেখা হয়েছিল বামুনডাঙ্গার পুলের মুখে। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এইভাবে সৈন্যদের উৎসাহিত করবেন না। একবার তারা যদি প্রশ্রয় পায়, তবে আপনার স্ত্রী কন্যাকেও তারা রেহাই দেবে না।

আশীষ। তারপর?

মায়া। তারপর তিনি বললেন, তুমি তো লেখাপড়া ছেড়ে চুপচাপ বসে আছো। এই গোলমালের মধ্যে কিছু রোজগার করে নাও না! বয়স অল্প হ'লে মাথা পিছু ওরা দশ টাকা করে দিচ্ছে।

হেমা। উঃ! ভগবান! এরাই আমাদের দেশের মানুষ। এদের

খাওয়া পরা সুখ স্বাধীনতার জন্য দলে দলে সোনার চাঁদ ছেলেরা জীবন দিচ্ছে। ধ্বংস হোক্—ধ্বংস হোয়ে যাক্—এই দেশ আর এই জাত!

[সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সকলেই চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে স্বপ্না কথা কহিল।]

স্বপ্না। শুধু এই অপরাধে লোকটাকে গুলি করবার কোন right ছিল না।

মায়া। মেয়েদের সম্মান রক্ষার জন্যে কোন কাজ করাকেই আমি অন্যায় বলে মনে করি না।

স্বপ্না। এবং তুমি অহিংস!

মায়া। অহিংস হতে পারি কিন্তু অক্ষম নই। অন্যায়কে অন্যায় না বললে পাপ হয়। তাই অন্যায়ের প্রতিকার করেছি।

স্বপ্না। গুলি করে?

মায়া। যার যা অস্ত্র। গায়ের জোরে বিশু চক্রবর্তীর সংগে পেরে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে। যাক্—আপনার সঙ্গে তর্ক আমি করব না। আপনি কি আমাকে পুলিশে দিতে চান!

স্বপ্না। যদি বলি—হ্যাঁ!

মায়া। তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলুন থানায় যাই। আপনি বড়লোকের মেয়ে। রাত জাগলে আপনার চেহারা খারাপ হয়ে যাবে।

স্বপ্না। ও!...আশীষ!

আশীষ। কী বলো!

স্বপ্না। তুমি এর জন্যে বোনকে কিছু বলবে না?

আশীষ। যদি বলি—তোমার সামনে কিছু বলবো না, একথা ঠিক।

স্বপ্না। কেন! লজ্জা করবে?

আশীষ। লজ্জা করবে না—ঘৃণা করবে। সমস্ত বাংলা দেশ যখন অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য হাহাকার করছে—সমস্ত বাঙালী জাতি যখন বৃটিশের শাসন-কর্তাদের বয়কট করবার জন্য মরণপণ করছে,—তখন রায়বাহাদুরকে ভেট দিতে যারা গ্রামে আসে, তাদের কোন একজনের সামনে বিশু চক্রবর্তীর মত একজন বিশ্বাসঘাতককে গুলি করার ব্যাপারে—আমি আমার বোনকে কিছু বলতে রাজী নই।

স্বপ্না। এবং এর নাম হলো দেশপ্রেম। মুখে বলব—আমরা অহিংস—আমরা মুক্তিসেনা। নিরস্ত্র প্রতিরোধ হ'ল আমাদের ব্রত। আর কাজে আমরা থানা পোস্টাফিস স্টেশন জ্বালিয়ে দেবো। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেবো। আর বাগে পেলে পুলিশ-অফিসারদের খুন করবো। বিশ্বাসঘাতক ওরা, না তোমরা? বিশু চক্রবর্তীর বিশ্বাসঘাতকতার নাম অন্ন-সংস্থান। কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার নাম দেশপ্রেম!

আশীষ। বেশ তাই। তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা কওয়া আমি সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করি। যাও, বাড়ী যাও। বাড়ী গিয়ে বাবা কি উপায়ে রায়বাহাদুর থেকে রাজাবাহাদুর হতে পারেন, সেই কথাই ভাবো গে।

স্বপ্না। হ্যাঁ! আজ থেকে তাই ভাববো। তোমাদের মতো কতকগুলো মিথ্যাবাদীর, traitor-এর সংগে মিশে—দেশ উদ্ধারে মাতার চাইতে—ইংরেজের পদলেহন করা আমি গৌরবের বলে মনে করি।

আশীষ। তাই করোগে।

স্বপ্না। তাই করবো।

[উত্তেজনায় স্বপ্নার চোখে জল আসিয়াছিল। সে সেটা রোধ করিবার জন্য ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আশীষও যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই মায়া ডকিল।]

মায়া। দাদা!

আশীষ। গেল যা! পিছু ডাকছিস কেন? বিশু চক্কোত্তির কি গতি হলো দেখে আসি।

[আশীষও বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় দরজাটা সে ভেজাইয়া দিয়া গেল। মায়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ক্লান্তভাবে দাওয়ার উপর বসিল। তারপর অবসাদে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘর থেকে হেমাঙ্গিনী বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি কন্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে ধীরে ধীরে কন্যার পাশে আসিয়া বসিলেন।]

হেমা। আজ সারাদিন বুঝি খাওয়া হয়নি না রে?

[মায়া তবু কাঁদিতে লাগিল। হেমাঙ্গিনী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।]

এভাবে শরীরটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ আছে কিছু? দেশের কাজ করতে গেলে শরীরটাকে সুস্থ রাখা চাইতো?

কাঁদছিস্ কেন মায়া? বিশু চকোত্তি যদি আজ মরে গিয়ে থাকে—

মায়া। তুমি জানো মা। ও কী ভাবে আমাদের গাঁয়ের মেয়ে-গুলোকে লোভ দেখাচ্ছিল! ওকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার মাথার মধ্যে কি রকম গোলমাল হয়ে গেল।

হেমা। আমি জানি। আমার মতের তো কোন দাম নেই মা। আর কীই বা জানি আমি তোদের এসব রাজনীতির। তবু মোটাবুদ্ধিতে এটুকু আমি বুঝি—নিজের মা বোনকে পরের হাতে দিয়ে যারা পয়সা রোজগার করতে চায়, মনিবকে খুশী করার লোভে যাদের ইজ্জতের বাচবিচার নেই—তাদের মারলে কোন পাপ হয় না।

মায়া। তুমি! তুমি একথা বলছ মা?

হেমা। হ্যাঁ। আমিই এ কথা বলছি। ওকে মেরে তুই আজ গাঁয়ের মেয়েদের মান বাঁচিয়েছিস বলে আমি খুশী হয়েছি মায়া। তুই দেখবি উনিও এতে রাগ করবেন না। রাত হয়েছে খেয়ে নে। বোস্ আমি তোর ভাত বেড়ে নিয়ে আসি।

[হেমাঙ্গিনী রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। মায়া দাওয়ার একটি বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া রহিল। অপরিসীম ক্লান্তির ভারে তাহার চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। দরজা দিয়া ধীর পদে প্রবেশ করিলেন অনুকূল। তিনি দরজাটি পুনরায় ভেজাইয়া দিয়া মন্থর পদে দাওয়ার দিকে আসিতে আসিতে কন্যাকে ওই অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া থমকিয়া দাড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বেশ চিন্তান্বিত বোধ হইতেছিল। মায়া বাপকে দেখিয়া কি জানি কেন আরও ভীত হইয়া পড়িল। সে

দাওয়া হইতে পা বাড়াইয়া উঠানে নামিয়া দাঁড়াইল। অনুকূল সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিবার আগে পুনরায় একবার কন্যার দিকে চাহিলেন। কি ভাবিয়া তিনি আবার নামিয়া আসিয়া কন্যার মুখোমুখী দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—]

অনু। আশীষ কোথায়?

মায়া। দাদা বাইরে গেছে।

অনু। এসে গেছে, না আসেইনি এখনো?

মায়া। এসেছিলো।

অনু। হুঁ।...তুমি কোথায় ছিলে?

মায়া। রাইগঞ্জে।

অনু। কখন ফিরেছ রাইগঞ্জ থেকে?

মায়া। একটু আগে।

অনু। (একটু পরে হঠাৎ) তুমি জান মায়া, আজ বিশু চক্কোত্তিকে গুলি করেছে কে?

মায়া। বিশু—

অনু। চক্কোত্তি। কিছুক্ষণ আগে তালুকদারের বাগানের বাইরে থেকে কে তাকে গুলি করেছে—তুমি জান? (মায়া চুপ) কথার জবাব দাও মায়া। চুপ করে থেকে আমার সন্দেহকে বাড়তে দিও না। (মায়া চুপ) মায়া! (মায়া পিতার মুখের দিকে চাহিল) শীগ্‌গির বলো তুমি এ কাজ করোনি!

মায়া। আমিই করেছি বাবা।

অনু। তুমি!

[অনুকূল যেন আঘাত খাইয়া মাথা নিচু করিয়া রহিলেন। পরে মাথা তুলিয়া অনেকক্ষণ কন্যার দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। মায়া মাথা নত করিল। অনুকূল সদর দরজার কাছে গিয়া পাল্লা দুইটি মেলিয়া ধরিলেন।]

অনু। এদিকে এসো! (মায়া পিতার কাছে গেল) এই পথ দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাও! থানায় গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করো।

মায়া। বাবা! (সে কাঁদিতেছিল)

অনু। যাও।

[মায়া বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইতেই থালা-ভরা ভাত লইয়া হেমাঙ্গিনী রান্নাঘর হইতে পিতাপুত্রীকে দরজার কাছে দেখিয়া সেদিকে অগ্রসর হইলেন।]

হেমা। একি! কোথায় যেতে বলছো তুমি ওকে?

অনু। থানায়।

হেমা। ও আজ সারাদিন কিছু খায়নি। আমি ওর ভাত এনেছি। দুটো খেয়ে নিয়ে যেতে বলো!

অনু। না। এখুনি যাবে।

হেমা। একি তোমার অন্যায় জেদ: সব কথা শোন।

অনু। কোন কথা আমি শুনবো না।

হেমা। নিজের মেয়েকে তুমি ফাঁসি কাঠে ঠেলে দিচ্ছ?

অনু। যে মাঝি ঝড়ের নদীতে মাথা ঠিক রাখতে পারে না, তাকে

নৌকায় রাখলে সে অনেকগুলো মানুষের জীবন বিপন্ন করে। তাই তাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। যা—ও!

[মায়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল। অনুকূল দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনী 'মায়া' বলিয়া চিৎকার করিয়া অগ্রসর হইতেই অনুকূল বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়া স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। হেমাঙ্গিনী ভাতের থালাশুদ্ধ স্বামীর পায়ে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।]

চতুর্থ দৃশ্য

[গান্ধী আশ্রম। দেওয়ালে গান্ধী, দেশবন্ধু, সুভাষ বসু প্রমুখ দেশ-নেতাদের ছবি। ম্যাপের মাঝখানে ভারতমাতা দণ্ডায়মানা। তাঁর একহাতে শীষ অন্য হাতে গীতা। তলায় লেখা—

জননী তোমার বক্ষে শান্তি কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি
জননী তোমার সন্তানতরে কতনা বেদনা কতনা হর্ষ
জগৎজননী জগৎপালিনী জগৎতারিণী ভারতবর্ষ॥

কয়েকটি যুবক বসিয়া গান গাহিতেছে।—"ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা" গান শেষ হইলে নবীন নামক যুবকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া পরে কহিল]

নবীন। প্রিয় বন্ধুগণ! আগামী কাল ২৯শে সেপ্টেম্বর, আমাদের মহা অগ্নি-পরীক্ষার দিন। কালকে আমাদের নেতা অনুকূল

বিশ্বাসের নির্দেশে ও নেতৃত্বে ইংরেজের আদালত ও কালেক্টারি দখল করতে হবে। শহর থানা থেকে তিন মাইল দূরে, অতএব আজ ভোর রাত্রেই আমাদের যাত্রা করতে হবে।

রাখাল। কিন্তু যেরকম খবর পাওয়া যাচ্ছে নবীনদা, তাতে—

নবীন। বল ভাই।

রাখাল। ওরা সহজে আমাদের এগোতে দেবে না।

নরেন। শুনলাম ওরা অসংখ্য সোল্‌জার দিয়ে শহর ভর্তি করে ফেলেছে। তারা শহরে ঢোকবার প্রত্যেকটি রাস্তার মোড়ে রাইফেল মেসিনগান ইত্যাদি নিয়ে বাধা দেবার জন্য তৈরী হয়ে থাকবে।

নবীন। জানি।

বিকাশ। তাছাড়া প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ওরা এমন ভাবে সৈন্য মোতায়েন রাখছে, যাতে কোন দল—গ্রাম থেকে বাইরে যেতে না পারে। যদি বেরিয়েও যায় তবে ওরা বীরগঞ্জের মাঠে তাদের বাধা দেবে। লক্ষ্মীপুর থেকে এইমাত্র খবর পেলাম সেখানে একটিও মানুষ নেই।

নবীন। কে গিয়েছিল লক্ষ্মীপুরে?

জিতেন। আমি।

নবীন। কী দেখে এলে?

জিতেন। গত পরশু দিন রাত্রি ১০টার সময় সৈন্যরা দলবদ্ধ ভাবে গ্রামে গ্রামে হানা দেয়। পুরুষদের মারধোর করে দিয়ে সমস্ত রাত ওরা মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে।

রাখাল। উঃ। আমাদের বন্দুক দাও নবীনদা।

নবীন। কেন?

রাখাল। আমরা ও:দের বুঝিয়ে দিই যে—আমরা মরিনি।

নবান। বন্দুক দিয়ে বোঝালে আমরা এতকাল মরেই যেতাম

রাখাল। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন এ আমাদের নতুন মন্ত্র। —এর আগে বোমা নিয়ে বন্দুক নিয়ে সে চেষ্টা হয়ে গেছে।

বিকাশ। কিন্তু সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে অস্ত্রসজ্জা করতে পারলে এ চেষ্টা ব্যর্থ হবে না।

নবীন। ভুল কথা ভাই, ভুল কথা। অগ্নিযুগের ছেলেদের মধ্যে আজও কেউ কেউ বেঁচে আছেন। যাও তাঁদের কাছে গিয়ে জেনে এস। তাঁরা বলবেন ভুল করেছিলাম। ভুল যদি না হতো তবে জয়লাভ হতো।

সবাই। রাসবিহারী সফল হতো। চৌরীচোরা সার্থক হোত। কাকোরী ষড়যন্ত্র, আর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, যতবার আমরা সেই চেষ্টা করেছি, ততবারই ইংরেজ পৃথিবীর কাছে তার অত্যাচারের সাফাই গেয়েছে। তাই আজ এই অভিনব অস্ত্র নিয়ে আমাদের পরীক্ষা, আর এই—

সহসা ঘরের মধ্যে মায়া প্রবেশ করিল। তাহাকে বিশেষ ক্লান্ত দেখাইতেছিল।

এস মায়া, একটু আগে তোমার কথাই ভাবছিলাম। মনে আছে তো, কাল আমাদের সদর অধিকারের দিন।

মায়া। হ্যাঁ!

নবীন। আশীষ কোথায়?

মায়া। দাদা—(একটু ভেবে) এখনো ফেরেনি।

নবীন। বাবা কি আমাদের সংগেই বেরোবেন বলে ঠিক করেছেন না—

মায়া। আমি জানি না।

নবীন। মানে ?

মায়া। মানে বাবার সংগে আমার কালকের কথা নিয়ে কোন কথাই হয়নি।

রাখাল। তুমি বাড়ী থেকে আসছো তো ?

মায়া বিমর্ষ ভাবে ঘাড় নাড়িল। নবীন তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

নবীন। কী ব্যাপার মায়া ? তোমাকে ঠিক সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না কেন ?

রাখাল। ক্লান্ত বোধ হয়।

মায়া। না।

নবীন। তবে ?

প্রশ্নবাণে মায়া বিপন্ন বোধ করিতেছিল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একেই তো তার কষ্ট হইতেছিল। অধিকন্তু একটু আগের ঘটনাতে সে মনে মনে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সে কাঁদিয়া উঠিল।

মায়া। আমি,—আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে।

এই উত্তর কেহই আশা করে নাই। জবাবের আকস্মিকতায় কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সকলে বিমূঢ়ের মতো মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মায়া। কেন তোমরা অমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছ ? দোষ কি আমার—না বিশু চক্রবর্তীর ? কেন সে গাঁয়ের মধ্যে

অমন করে মেয়েদের লোভ দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল? তোমরা কি শুধু এক তরফা বিচার করবে?

নবীন। বিশু চাক্কোত্তি?

রাখাল। তুমি কি বলছো মায়া?

মায়ার স্থির দৃষ্টি দেখিয়া একজন তাহাকে ধরিল। না ধরিলে মায়া বোধহয় পড়িয়া যাইত। রাখাল তাহাকে শোয়াইয়া দিল।

রাখাল। ফিট্ হয়েছে। ফিট্। জল-একটু।

হরেন। আমি নিয়ে আসছি।

নবীন। কি আশ্চর্য, কিছু বোঝা গেল না।

ছুটিয়া সন্তোষ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সন্তোষ। নবীনদা! পালাও! শিগগির পালাও!

নবীন। কেন? কী হয়েছে?

সন্তোষ। পুলিশ নিয়ে ভড় এইদিকে আসছে। বোধ হয় এই আশ্রমেই আসবে!

নবীন। কেন? কি ব্যাপার?

সন্তোষ। শুনলাম বিশু চক্কোত্তিকে কে গুলি করেছে—

নবীন। সে কী!

সন্তোষ। হ্যাঁ পথে আশীষদার সংগে দেখা হলো। বললো, এখুনি সবাই যেন গাঁয়ের বাইরে চলে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। কালকে খুব ভোরে সেখান থেকে মিছিল করে আমরা সদরের দিকে রওনা হবো।

নবীন। বুঝেছি এবার। ভাইসব আত্মগোপন কর। গাঁয়ের বাইরে জোড়া বটগাছতলায় ·গিয়ে অপেক্ষা করো। অনুকূল

বাবুর নির্দেশ নিয়ে আমি রাত তিনটের তোমাদের কাছে পেছনের দরজা দিয়ে যাবো। চলে যাও, সাবধান কেউ যেন ধরা না পড়ে!

সকলে একে একে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে লাগিল। রাখাল কহিল।

রাখাল। তুমিও গেলে পারতে?

নবীন। তোমাদের দুজনকে ফেলে?

রাখাল। হলেই বা।

নবীন। না!

হরেন জল লইয়া আসিতেই নবীন তাহার হাত হইতে জলের পাত্র লইয়া কহিল।

নবীন। পালাও। পুলিশ আসছে। জোড়া বটগাছতলায়। বন্দেমাতরম্।

সন্তোষ। বন্দে মাতরম্। [প্রস্থান

নবীন। রাখাল! চট্ করে একবার মায়ার কাপড় চোপড়গুলো দেখে নাও। রিভাবারটা এখনো আছে কিনা।

রাখাল। তার মানে!

নবীন। যা বলছি, তাই করো।

রাখাল কোন প্রতিবাদ না করিয়া মায়ার কাপড়-চোপড় তল্লাস করিয়া চলিল।

রাখাল। না কিছু নেই।

নবীন। যাক্ বাঁচা গেল।

এই বলিয়া সে দেওয়ালে টাঙানো হাত পাখাটি নামাইয়া লইয়া মূর্ছিতা মায়াকে বাতাস করিতে লাগিল। রাখাল গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। মনের অদম্য কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া কহিল—

রাখাল। তুমি তাহলে বলতে চাও মায়াই—

বাহিরে জুতার শব্দ শোনা গেল। নবীন হাত তুলিয়া চুপ করিতে ইশারা করিল। চারজন পুলিশ। বিপুল ও স্বপ্না সহ ভড় ঢুকিতেই রাখাল ও নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল। ভড় কহিল।

ভড়। বলুন তো মা লক্ষ্মী, আপনি কাকে দেখেছেন?

স্বপ্নার মুখ চোখ দেখিয়া মনে হয় তখনও সে নিজের ক্রোধ দমন করিতে পারে নাই। সে আঙুল তুলিয়া মূর্ছিতা মায়াকে দেখাইয়া দিল।

ভড়। বেশ মনে করে দেখুন দেখি মা এঁদের দুজনের কেউ ছিলেন সংগে?

স্বপ্না। না!

ভড়। ভাল—ভাল। তাহলে একাই কেল্লা ফতে করেছে। অবিশ্যি এক দোকা সবই এঁদের কাছে একই কথা। দরকার হলেই একাই একশো। প্রত্যেকেই বিশ্বরূপ ধারণ করতে পারে।

বিপুল। তাহলে এবার যা করার করুন।

ভড়। এই করি। বাবা তেওয়ারী!

তেওয়ারী। হুজৌর!

ভড়। বাড়ীর চারিধারটা একবার ভাল করে দেখে এসোতো বাবা। ঝোপে ঝাড়ে এক আধ জন আটকে আছে কিনা?

তেওয়ারী। বহোত আচ্ছা! [প্রস্থান]

ভড়। বড় ভালো লোক! রাজ্য শাসন করতে হোলে এরা বড় কাজে লাগে। এমন নিটোল ভাবে বাঙালী ঠেঙাতে আর কোন জাত পারে না। তা সে যাগ্‌গে ওসব বাজে কথা। আপনার নামটি কী?

নবীন। আমার নাম শ্রীনবীন চন্দ্র দাস।

ভড়। হুঁ! আপনার?

রাখাল। রাখাল চন্দ্র দাস।

ভড়। সবাই কি এখানে দাস দাসী, না অন্য উপাধীও আছে!

নবীন। না। পরাধীন ভারতবর্ষে অন্য উপাধি থাকা উচিত নয়। জাতির দাসত্ব ঘুচলে নামের দাসত্বও ঘুচবে।

বিপুল হাসিয়া উঠিল।

ভড়। না না! ওসব হাসির কথা নয় মশাই। এ হ'ল ভাববার কথা। এসব ভাবতে ভাবতে ভাবগ্রাহী হ'য়ে যাবার মত কথা। আহা! কী মিষ্টি কথা বলুনতো। জাতির দাসত্ব ঘুচলে নামের দাসত্বও ঘুচবে। আমার হয়েছে চোরের মায়ের কান্না। দুদণ্ড বসে যে শুনবো তারও উপায় নেই। অথচ না শুনলেও মন কেমন করে।

স্বপ্না। আমি যাই।

বিপুল। একটু দাঁড়ান এক সঙ্গেই ফিরবো।

স্বপ্না। আমার এখানে থাকবার কী দরকার?

ভড়। মা লক্ষ্মী কোলকাতার মানুষ কিনা। তাই সব জিনিসটা তলিয়ে বুঝতে সময় দিতে চান না। একটুখানি কষ্ট করে

থাকতেই হবে মা। মার্ডার না হোক এ্যাটেম্পট্ টু দি মার্ডার তো বটেই।

স্বপ্না। বেশ তাহলে চট্‌পট্ করুন। আমার ভাল লাগছে না।

ভড়। এই করি। ভাল আমারও লাগছে না মা। ইংরেজ আইন কারুরই ভাল লাগে না মা জননী। আর ভাল লাগে না বলেই এত গণ্ডগোল। যাক্। (বিনোদকে) ইনি কতক্ষণ আগে এসেছেন।

বিনোদ। অনেকক্ষণ।

ভড়। তবু।

রাখাল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগে।

ভড়। এই দেখ। দুজনে কথা বললে আমি পেরে উঠব কেন? গুলিয়ে যাবে যে।

বিপুল। উনি জানতে চাইছেন, মায়া দেবী কতক্ষণ আগে আশ্রমে এসেছেন।

রাখাল ও নবীন চুপ।

বিপুল। (নবীনকে) আমার কথা কী আপনি শুনতে পাননি।

ভেওয়ারীর প্রবেশ।

ভেওয়ারী। ন্যেহি হুজুর। বাহারমে কোই ন্যেহি হ্যায়।

ভড়। ঠিক হ্যায়। এ যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হ্যায়, বুঝলে না ভেওয়ারী? এই লোকজন গম্‌গম করতা হ্যায় মিটিং হোতা হ্যায়, ব্যাস—লালপাগড়ী দেখা হ্যায় কি সব কপ্পুরকা মাফিক উবে যাতা হ্যায়।

বিপুল। আপনি এদের এ্যারেস্ট করতে দেরি করছেন কেন মিঃ ভড়? এস. পি.র অর্ডার কি আপনি ভুলে গেলেন?

ভড়। তুমি থামতো বাপু! সেই থেকে কানের কাছে এস-পি এস-পি করছ কেন? এস-পি কি আমার গুরুদেব না মহাজন!

বিপুল। কি করে বুঝব। সামনে তো চিঁচিঁ করছিলেন।

ভড় কিছুক্ষণ বিপুলের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল অতিকষ্টে নিজেকে দমন করিয়া লইল।

ভড়। হঠাৎ তোমার মুখে এমন কথা ফুটল কেন বলতো?

বিপুল। আপনি কর্তব্যে অবহেলা করছেন বলে।

ভড়। বটে? (হাসিয়া) কি বলবো ছেলেমানুষ তুমি, তোমার বাপের সংগে অনেক দিনের বন্ধুত্ব আমার, কাজেই তোমার উপর রাগটা ঠিক জমে উঠতে পারছে না!

বিপুল। একজন পেটি সাবইনস্পেক্টরের রাগকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। বাজে কথা রেখে কাজ করুন।

ভড়। বেশ তাই করবো! পেটি ইন্‌স্পেক্টরের যাতে চট করে প্রমোশন হয়—আজ থেকে তাই করবো। কথাটা মনে করিয়ে দিলে বলে আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি—দীর্ঘজীবী হও!

বিপুল। আসুন স্বপ্না দেবী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ধান ভাঙতে শিবের গীত শুনে কোন লাভ নেই।

স্বপ্না। চলুন। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) মিঃ ভড় একটা কথা—

ভড়। কোন কথা বলতে হবে না মা লক্ষ্মী। আপনি বাড়ী গিয়ে

সাহেবকে খবর দিন এদের আমি এ্যারেষ্ট করেছি! এদের থানায় পাঠিয়ে দিয়ে আমি যাচ্ছি।

স্বপ্না। বেশ।

বিপুল। চলুন। আচ্ছা, গুড্‌বাই শহীদ বন্ধুগণ। যান, যুগলে এবার কিছুদিন খেটে আসুন। ফিরে এসে দেখবেন দেশ-প্রেমের উত্তাপ অনেক কমে গেছে।

রাখাল। স্বপ্না দেবী আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

স্বপ্না। বলুন।

[বিপুল বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল]

রাখাল। আপনার এই আদরের কুকুরটিকে সব সময় সংগে করে নিয়ে পথে বেরোবেন না। পুরুষানুক্রমে এদের যেমন ডাল রুটি দিচ্ছেন—দেবেন। আর গেটের কাছে বেঁধে রাখবেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে জন্তুটি চন্দ্রাহত হয়েছে।

নবীন। ছিঃ! রাখাল। বিপুলবাবু একজন ভদ্রলোক।

রাখাল। হ্যাঁ কেবল স্যুটের নীচে লেজটি লুকানো আছে এই মাত্র।

ভড় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

ভড়। না না! আর না! No more please! যান, আপনারা বাড়ী যান!

বিপুলকে লইয়া স্বপ্না ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভড় নবীনের কাছে গিয়া কহিল—

ভড়। নিন। চলুন!

নবীন। থানায়?

ভড়। আর কোথায় ? মশায়, জানি—আপনারা অন্যায় করেননি। বিশে ব্যাটা ইদানিং যে রকম বাড়িয়ে তুলেছিল—তাতে এ ভালই হয়েছে।

[মায়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া চারদিকে চাহিল। ভড়কে ঘরে উপস্থিত দেখিয়া তাহার ত্রস্ত বসন সমলাইয়া রাখালের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ভড়। যা শিক্ষে হয়েছে, তাতে এখন কেন, বেশ কিছুদিন বাছাধনকে চুপচাপ চলাফেরা করতে হবে।

রাখাল। কার কথা বলছেন ?

ভড়। বিশু—বিশু চক্কোত্তির কথা বলছি। ব্যাটা রক্তবীজ।

মায়া। সেকি! মরেনি বিশু চক্কোত্তি ?

ভড়। পাগল! বিশু চক্কোত্তি অমনি মরবে ? অত সহজে ? তাহলে কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে যে। (মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে) বুঝি-বুঝি—এ-ব্যথা আমি বুঝি মা। গুলি করে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া যে কী যন্ত্রণার ব্যাপার তা আমি জানি। আমার শরীরেওতো দেশোদ্ধারের রক্ত বইছে কিনা! আমার ঠাকুরদা একবার এক খাঁটি সাহেবের গালে চড় মেরেছিলেন। চলুন সব। দাঁড়িয়ে থেকে আর সময় নষ্ট করে লাভ কী ? তেওয়ারী!

তেওয়ারী। হজৌর! [হাত কড়া বাহির করিল]

ক বার করছ ? ছি ছি ছি। রেখে দাও—রেখে দাও। হাতকড়া রেখে দাও! একি তোমার সিধকাঁটার আসামী

যে দড়ী দিয়ে বাঁধবে ··· যে হাত ইংরেজ মারে, ইংরেজ কর্মচারী মারে, সে হাত বাঁধা উচিত ফুলের মালা দিয়ে। কিন্তু উপায় তো নেই। কবে যে আমরা জিতবো
এই কর্মভোগ শেষ হবে—মা কালীই জানেন। চলো, এঁদের আগে আগে চলো।

[নবীন ও রাখাল 'বন্দেমাতরম্' করিয়া অগ্রসর হইল। তেওয়ারী ও আর দুজন পুলিশ তাহাদের লইয়া বাহির হইয়া গেল। মায়া স্থানুর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভড় কাছে আসিল।]

ভড়। চলো মা! রাত হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া যে আজ কখন করবো জানি না। ভ্যালা হুজুগ এসেছে দেশে।

মায়া। (স্থির চোখে চাহিয়া) মরেনি বিশু চক্কোত্তি ?

ভড়। রামোঃ। গুলি তার মাথার ওপর দিয়ে গেছে। বিপদ বুঝে সে মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি বলবো ভাল হয়েছে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন—তবু লালমুখ মেরে ফাঁসি গেছে। কিন্তু এ কালামুখো বিশু চক্কোত্তিকে মেরে ফাঁসি গেলে স্বর্গেও তোমাকে তারা জাতে তুলতো না। যাই হোক তবু প্রাণটা বাঁচবে, কী বলো? বড় জোর বছর কয়েক—সে আর এমন কী? হয়তো ফিরে এসেই দেখবে কংগ্রেসের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বৃটিশ সিংহ জাহাজে চেপেছে। তখন নিজেদের আইন, নিজেদের গভর্ণমেন্ট···নিজেদের সৈন্য-সামন্ত, নিজেদের পুলিশ, গভর্ণর হাউসের ওপর পত্ পত করে উড়ছে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা···হেঁ-হেঁ-হেঁ—ভাবতেও

বেশ লাগে না? বেশ লাগে। নাও, চলো, এবার থানায় চলো।

প্রায় ঠেলিয়া লইয়া গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

[তালুকদারের বাড়ী। পূর্বেকার সেই ঘর। মহীতোষ মজুমদার ও অনুকূল বিশ্বাস দুইখানি আসনে বসিয়াছিলেন। মিঃ মজুমদার নিঃশব্দে চুরুট টানিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি কহিলেন—]

মজুমদার। এবং— ?

অনুকূল। এবং এই স্বীকারোক্তি শোনা মাত্র আমি আমার কন্যাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এই উপদেশ দিয়েছি যে—সে যেন অবিলম্বে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে।

মজুম। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি সে থানায় যায় নি।

অনু। না গিয়ে থাকলে আপনাদের উচিত তাকে খুঁজে বার করা, এবং তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া।

মজুম। আমি আপনার নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতার প্রশংসা করছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও না বলে পারছি না যে, নিজের মেয়ের সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোককে এতখানি thoughtless হতে এই আমি প্রথম দেখলাম।

অনু। মাপ করবেন। তাহলে আমি বলবো আপনি এর আগে কোন ভদ্রলোক দেখেননি।

মজুম। [হাসিয়া] How funny! তাহলে এতকাল যাদের দেখলাম তারা কি?

অনু। [হাসিয়া] পুলিশের শাসনকর্তা আপনি। যে পারিপার্শ্বিকে আপনি বিচরণ করেন, তার উঁচু দিকে আছেন বিদেশী অপরাধী অর্থাৎ বড়লাট, ছোটলাট, আর নীচু দিকে আছে স্বদেশী অপরাধী অর্থাৎ চোর ডাকাত। এর মাঝখানে যে শ্রেণী রোগে ভোগে, শোকে কাঁদে, দুর্ভিক্ষে মরে আর দুরাশায় বাঁচে, তাদের সঙ্গে তো আপনার পরিচয় নেই, আর থাকবার কথাও নয়।

[মজুমদার গম্ভীর মুখে উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন]

মজুম। যাই হোক, এই গুলি করার ব্যাপারে আপনি নিজেকে নির্দোষ বলতে চান?

অনু। সম্পূর্ণ।

মজুম। গ্রামে আপনার অধানে যে সব হিংসাপন্থী আছেন, তাঁদের—

অনু। আমার অধীনে তো নেই-ই, তাছাড়া গ্রামেও কেউ হিংসাপন্থী নেই।

মজুম। তাহলে আজ রাত্রের এই ঘটনা—

অনু। যে কোন বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনাকে নিত্য ঘটনার পর্যায়ে ফেললে অন্যায় করা হবে।

মজুম। আপনি বাক্‌পটু সন্দেহ নেই। কিন্তু এত রাত্রে এখানে ডেকে এনে—বেশী কথা কইয়ে আপনাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে আমার নেই। আপনি অল্প কথায় আমার কথার জবাব দিন।

অনু। বলুন।

মজুম। আগামীকাল সদর আক্রমণের পরিকল্পনা আপনার আছে কি?

অনু। হ্যাঁ, শুধু আক্রমণ নয়। আক্রমণ এবং অধিকার।

মজুম। কি ভাবে এটি সম্পন্ন হবে জানতে পারি?

অনু। সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে।

মজুম। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়েছেন, এ খবর আপনি রাখেন তো?

অনু। রাখি।

মজুম। হুঁ!

[মজুমদার পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া]

মজুম। এই মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে—এত বড় একটা কাজে হাত দেওয়া উচিত হবে কি?

অনু। কাজ—কাজ। তার বড় ছোট কিছু নেই। তাছাড়া কেবলমাত্র এই গ্রামের জনসংখ্যাই তো আপনি ধরছেন, চারপাশের আরও বহু গ্রাম এগিয়ে আসবে আমাদের সাহায্য করতে।

মজুম। ও! শহরের চারধার দিয়ে তারা ঢুকবে বুঝি?

অনু। যে ভাবেই হোক—ঢুকবে।

মজুম। আপনি বলবেন না?

অনু। না।

মজুম। সত্যাগ্রহীর সংগ্রামে তো গোপনতা কিছু নেই বলে জানতাম।

অনু। মন্ত্রগুপ্তি আছে বইকি!

মজুম। আপনিই তো এদের নেতা?

অনু। ওরা তাই বলে।

মজুম। ধরুন, আপনাকে যদি এখনই আমি arrest করি?

অনু। আমি কাল যেতে পারবো না—এই মাত্র।

[মজুমদার একটু চুপ করিয়া আবার বলিলেন]

মজুম। শুনুন মিস্টার বিশ্বাস। আপনাকে arrest করা বা নির্যাতন করার আমার কোন ইচ্ছে নেই। কিন্তু আমাকেও আমার কর্তব্য করতে হবে। আপনাদের গুরু মহাত্মাজীর সংগ্রামে গোপনতা বলে কোন বস্তু নেই—এ তাঁর ডাণ্ডি অভিযান থেকে আজ পর্যন্ত বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম—আপনিও কিছু গোপন করবেন না! কিন্তু তা যখন একান্তই অসম্ভব, তখন বাধ্য হয়ে শেষ পন্থা অবলম্বন করতে হলো। আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি আপনাকে আটকে রাখবো।

অনু। বেশ।

মজুম। এবং আপনাদের গান্ধী আশ্রমের একটি ছেলেমেয়েও যাতে রাত্রে গ্রামের বাইরে না যেতে পারে—সে দিকেও আমি দৃষ্টি রাখবো।

অনু। বেশ।

মজুম। কে আছো?

[থানার কর্মচারী প্রবেশ করিল]

মজুম। অনুকূলবাবুকে নিয়ে যাও। কালকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যাতে ইনি বাইরে বেরোতে না পারেন সে ব্যবস্থা করো।

কর্মচারী। যে আজ্ঞে।

মজুম। শোন, আপাততঃ ওঁকে এই বাড়ীর নীচেকার কোন ঘরে আটকে রাখো। হয়তো আবার আজ রাত্রেই ওঁকে আমার দরকার হতে পারে। আর…… [কানে কানে কি বলিলেন]

[কর্মচারীর সহিত অনুকূল চলিয়া যাইতেই হুড়মুড় করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল মিসেস তালুকদার, বিতান, মিঃ দাস ও নির্মল]

মিসেস। Wondeıful. মিঃ মজুমদার wonderful. My heartiest congratulations. কী আশ্চর্য আপনার জেরা করার ক্ষমতা! আমরা তো প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম এই ব্যাটা বুঝি ইঁদুর কলে পড়লো।

বিতান। কিন্তু কোন কথাই খুলে বললে না, সেটা লক্ষ্য করেছেন মাসীমা?

মিসেস। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি। আমার চোখ এড়িয়ে যায়নি কিছুই। পষ্ট করে কি বলবে? বলবারই বা আছে কি? যে criminal তার কোনদিন খুলে বলবার কিছু থাকে না।

[মজুমদার গম্ভীরমুখে চুরুট টানিতেছিলেন। এই সব উচ্ছ্বাসের কোন জবাব দিলেন না।]

মিঃ দাস। কী যে কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে দেশে। আসতে আসতে

আমি নির্মলকে ট্রেনে এই কথাই বলছিলাম যে Patriotism-এর এই মাতলামি বেশীদিন ইংরেজ টলারেট্ করবে না। গুলির চোটে তিন দিনেই সব ঠাণ্ডা ক রে দেবে। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য গেল।

নির্মল। কোলকাতায় তো এরই মধ্যে দেশপ্রেমের ঝাঁজ অনেকটা কমে এসেছে।

মিঃ দাস। কমবেই বাবা, কমবেই। আমার কথা শোন। দেশ থেকে সোয়া পাঁচ আনা সম্বল করে কোলকাতায় আসি। মুটে-গিরি থেকে শুরু করে কোন গিরিই বাদ যায় নি—সব করেছি। তা বলতে নেই—আজ তোমার জন্যে যা রেখে যাবো তা পাঁচ সাত কোটির কম নয়। মানুষ আমি অনেক দেখেছি।

মিসেস। একশোবার। আপনি মানুষ দেখেছেন বইকি। আপনার 'বিশ্ববন্ধু তৈলাগার'এ খুব কম করেও হাজারখানেক লোক তো রোজ খাটেই।

নির্মল। বেশী। অনেক বেশী। বাবার তেলের কল—আর আমার চিনির কল, গুড়ের কল, তিসির কল—মিলিয়ে হাজার নয়েক লোক তো বটেই।

মিঃ দাস। তোমার নতুন আইডিয়াটা একবার এঁদের বলো নির্মল।

নির্মল। সে কিছু নয়।

মিঃ দাস। না-না—কিছু নয় কেন? পাঁচলাখ টাকার ব্যাপার। একেবারে নতুন ধরনের business.

মিসেস। ইণ্ডিয়াতে এর আগে কেউ এদিকটা চেষ্টা করেনি?

বিতান। সত্যি! বলুন না kindly। ভারী শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মজুম। আচ্ছা মিসেস তালুকদার—আপনারা বসে গল্প সল্প করুন, আমি চট করে একবার গাড়ীটা নিয়ে গাঁয়ের চারিদিকটা ঘুরে আসি।

মিসেস। আচ্ছা। বেশী দেরি হবে কি?

মজুম। না।

[মজুমদার চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। বিতান কহিল]

বিতান। মিঃ মজুমদার মনে মনে খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

দাস। স্বাভাবিক। দেশের যা অবস্থা।

নির্মল। ভগবান না করুন, জাপান যদি এসেই পড়ে কোলকাতায়, তাহলে এর চাইতেও খারাপ অবস্থা দেখা দেবে।

দাস। তোমার কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা গেলেও ঠিক সেই অবস্থাই হবে। যাদের দুপয়সা আছে, তাদের ওরা পিষে মারবে।

নির্মল। তা হয়তো না-ও হতে পারে। কেননা কংগ্রেসের মধ্যেও ঢের বড়লোক আছে। বাঙ্গালী বড়লোক না থাকতে পারে —কিন্তু অন্য প্রদেশীয় ধনী এবং অন্যান্য দেশীয় লোক প্রচুর আছে।

দাস। তাতেইবা সান্ত্বনা কোথায় নির্মল? বাংলাদেশে যদি বাঙ্গালীর প্রভুত্বই না রইলো, তবে এ থাকার মানে কি? গোটা দেশের কথা বাদ দাও, শুধু কোলকাতার দিকে চেয়ে দেখ দিকি? বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব অবাঙ্গালীর,

শহরের লোককে জল সাপ্লাই দিচ্ছে অবাঙ্গালী, ইলেকট্রিক যোগাচ্ছে অবাঙ্গালী। গ্যাস জ্বালছে কে? অবাঙ্গালী। রিক্সা টানছে অবাঙ্গালী। ফল বেচছে কে? অবাঙ্গালী। শাসনকর্তা ইংরেজ, অশন বসনের মালিক অবাঙ্গালী। চাল—ডাল—ঘি—আটা—তেল—নুন—তরি—তরকারি—সব পরের হাতে সঁপে দিয়ে আমরা মনের আনন্দে দশটা পাঁচটা অফিস করছি।

বিতান। হ্যাঁ, মাস মাস সংসারে নগদ টাকা ফেলে দিলেই ছুটি! কোন রকম ঝক্কি পোয়াতে আমরা রাজী নই। মুশকিলটা হচ্ছে যারা চাষ করে, তারা লেখাপড়া জানে না। যারা লেখাপড়া জানে—তারা চাষ করে না—চাকরি করে।

মিসেস। সেটাও এক রকম চাষ মিঃ দাস।

দাস। [হাসিয়া] হ্যাঁ, তবে মাটি নয় মাথা। যাই হোক চাষ ও চাকরি এই দুটো শব্দ থেকে আমরা চা টুকুকে common করে নিয়েছি। তাই চা হয়েছে আমাদের একমাত্র পানীয়। ভাত না হলেও চলে—চা নইলে চলে না।

মিসেস। উঃ। এতকথা আপনি জানলেন কী করে মিঃ দাস?

দাস। দেখে দেখে। নিজের কল কারখানা, অপরের অফিস, সর্বত্র সেই একই ইতিহাস। আমি সময় সময় ভাবি, অন্য জাতি কেমন করে বাংলা দেশে আসবামাত্রই টুক্ করে নিজের জায়গা করে নেয়। অথচ বাঙালী অন্য দেশে সেরকমটি করতে পারে না।

নির্মল। তার কারণ বাঙালীর চক্ষুলজ্জা আছে।

দাস। কিন্তু ওই বস্তুটা আমরাই বা এমন ভাবে একচেটে করে নিলাম কেন—বলতে পারো? চোখে লজ্জা কি শুধু আমাদেরই আছে, অন্য জাতের নেই? তা নয় নির্মল। আসল কথা, আমরা বড় স্বার্থপর। আমরা বুঝি আমাদের বৌ, বৌয়ের ভাই—ছেলে—মেয়ে—জামাই—আর অফিসের বড় সাহেব। ব্যাস! এর বাইরে আর আমাদের পৃথিবী নেই। আর এই দুর্বলতার খিড়কি পথ দিয়ে যাবতীয় বিদেশী এসে আমাদের ঘরে ঢুকছে।

মিসেস। Right. ওঃ! এ নিয়ে আপনি কত ভেবেছেন মিঃ দাস!

দাস। ভাবতে ভাবতে ভাবগ্রাহী হয়ে গেছি মিসেস তালুকদার। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে করতে এমন অবস্থাই হয়েছে আমাদের—যে, কোন অন্যায়কেই আর অন্যায় বলে মনে হয় না। হিন্দু বলে আর কোন শব্দ শুনতে পান? কোটি কোটি লোককে ওরা অমুসলমান বলে চালিয়ে দিল। দেশের নাম হিন্দুস্থান। হিন্দুর সংখ্যা এখানে অনেক বেশী। কিন্তু সরকারী খাতায় জাতির নাম মুসলমান আর অমুসলমান। এতবড় একটা জবরদস্তি—আমরা বোবা হয়ে মেনে নিলাম। অথচ মেজরিটি, মাইনরিটি হিসেব করলে শব্দটা হিন্দু আর অহিন্দু হওয়াটাই উচিত ছিল না কি?

বিতান। আচ্ছা—দেশের এত কথা আপনি কখন ভাবেন মিঃ দাস?

নির্মল। বাবাতো retire করে এখন ওইসব করছেন। আমি এগুলোকে সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করি—

[বিপুল ও স্বপ্না প্রবেশ করিল। স্বপ্নাকে এবার খুব ক্লান্ত দেখাইতেছিল।]

মিসেস। কি হল?

বিপুল। ওদের ধরিয়ে দিয়ে এলাম।

মিসেস। বেশ করেছ। ছিল সবাই?

বিপুল। দুতিনজন ছিল।

বিতান। তুমি কোন কথা বলছোনা স্বপ্না!

নির্মল। Nerveএ shock লেগেছে বোধ হয়।

মিসেস। নার্ভের দোষ কি? যাও তুমি এবার শুয়ে পড়গে স্বপন।

নির্মল। চলুন স্বপ্নাদেবী, আপনার ঘুম না আসা অবধি একটু গল্প করিগে।

বিপুল। কিন্তু এ সময় ওঁর পক্ষে একটু একা থাকাই দরকার।

নির্মল। আপনি কে?

মিসেস। উনি আমার ম্যানেজারের ছেলে, আর বিতান ওর মামাতো ভাই।

নির্মল। গাঁয়েই থাকেন?

বিতান। না, আমরা পশ্চিমে থাকি। বিপুলদার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি।

নির্মল। তার মানে কোলকাতায় থাকেন না তো?

বিপুল। এত কথা জানতে চাইছেন কেন বলুন তো?

নির্মল। আপনার একটা ভুল ভেঙে দেব বলে। স্বপ্নাদেবীর সঙ্গে আমার যাওয়া নিয়ে কথা হ'চ্ছিল কি-না—

বিপুল। হ্যাঁ, তাই কি ?

নির্মল। পরস্পরকে পছন্দ করে—এমন দুজন মানুষের এক সঙ্গে থাকাকে কোলকাতায় আমরা একা থাকাই বলি।

বিপুল। ও !

[স্বপ্না চলিয়া গেল। নির্মল তাহার সঙ্গে গেল।]

দাস। আমি যাই, মিঃ তালুকদারের সঙ্গে বসে বসে ততক্ষণ একটু দাবা খেলবার চেষ্টা করিগে বরং।

মিসেস। তা করুনগে, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কথা মনে থাকে যেন। ওঁর আবার সে ভুলও হয় কিনা।

দাস। [হাসিয়া] কথা দিচ্ছি, আমার তা হবে না। [প্রস্থান]

মিসেস। নির্মল ছেলেটিকে কেমন মনে হল ?

বিতান। বড্ড দাম্ভিক।

মিসেস। পুরুষ মানুষের ওটা qualification. ওটা দরকার।

বিতান। তা জানিনে, তবে যে ব্যাকগ্রাউণ্ডে ওটা মানায়, সেই মনিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ড ওঁর আছে এই যা।

মিসেস। আমি তো ভাবছি, আজ রাত্রেই স্বপনের সঙ্গে নির্মলের বিয়ের কথাটা মিঃ দাসকে বলবো।

বিতান। স্বপ্নার মত আছে তো ?

মিসেস। একটা কথা ভুলে যেওনা বিতান—স্বপনের আমারও স্বপনের মত বয়স ছিল। ওই বয়সের মনস্তত্ত্ব আমি বুঝি।

বিপুল। যদি অভয় দেন তবে আমি একটা কথা বলি।

মিসেস। বল।

বিপুল। নির্মলের সঙ্গে স্বপ্নাদেবীর বিয়ে—মানে—

বিতান। বানরের গলায় মুক্তোর হার—বলছো?

বিপুল। Right. তাই বলতে চাইছি।

[বলিয়াই বিপুল মাথা নিচু করিল। মিসেস তালুকদার গম্ভীর হইয়া গেলেন; তিনি আড় চোখে বিপুলের আনত মুখখানির দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—]

মিসেস। কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারছি না যে, সম্প্রতি নির্মলের ওপর থেকে সরিয়ে আর কারও প্রতি মনসংযোগ করতে পারি এমন candidate হাতের কাছে কেউ আছে!

বিপুল। [মাথা নীচু করিয়াই] প্রদীপ যদি ঠিক তার নীচের দিকটা দেখতে পেত তাহলে সেখানে আর অন্ধকার থাকতো না মাসিমা।

মিসেস। বিতান, কি মনে হচ্ছে তোমার?

বিতান। আমি তো এর মধ্যে অন্যায় বা অসঙ্গত কিছু দেখতে পাচ্ছি না মাসিমা।

মিসেস। আঃ। Rubbish. আমি তা বলছিনে। আমি জিজ্ঞেস করছি, বাবুর্চিটা যে চপগুলো তৈরী করেছে, সেগুলো দেখে কি মনে হচ্ছে? মানে S. P.র পাতে দিলে prestige থাকবে তো?

বিতান। ও।

মিসেস। কী? তোমার মনে পড়ছে না বোধ হয়? চল না-হয় আর একবার কিচেনে যাই। নাঃ, পল্লীগ্রামে জানোয়ারদের থাকাই ভালো, মেয়ের চেয়ে এখন চপের ভাবনাই বেশী ভাবতে হচ্ছে আমাকে।

[ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেলেন। বিতান যাইবার পূর্বে একবার দাদার দিকে চাহিল। দেখিল তাহার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া গেল। হতাশ ভাবে বিপুল সোফায় বসিয়া পড়িল। দূরে একটি গুলির শব্দ হইল। ভড় প্রবেশ করিল। সঙ্গে তেওয়ারী। ভড় প্রবেশ করিয়াই তেওয়ারীকে বলিল]

ভড়। হাতকড়া লাগাও।

[মুহূর্ত মধ্যে তেওয়ারী বিপুলের হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল।]

বিপুল। কী ব্যাপার?

ভড়। হেঁ হেঁ—এসব পেটি সাব্‌ইনস্পেক্টরের ব্যাপার। কিছু মনে করো না বাবাজী। একবারটি কষ্ট করে থানায় যেতে হবে।

বিপুল। কেন জানতে পারি?

ভড়। কিন্তু আমি জানাতে পারি না। ব্যাপারটা জটিল। এ বাড়ীর বাগানের বাইরে যে রিভলভারটি পাওয়া গেছে সেটি তোমার বাবার রিভলভার।

বিপুল। সেকি!

ভড়। অতটা না চমকালেও চলতো। কা বলবো, আমার হয়েছে চোরের মায়ের কান্না। নিজের গায়েও দেশোদ্ধারের রক্ত

বইছে—অথচ চাকরির খাতিরে এই সব ধর-পাকড় করতে হচ্ছে। নিয়ে যাও তেওয়ারী।

বিপুল। এইসব মিথ্যে কারসাজি টিঁকবে ভেবেছেন?

ভড়। মিথ্যে হলে টি কবে কেন? আর আমরাই বা টেঁকাবো কেন? মাথার ওপরে ধম্মো নেই? নিয়ে যাও।

বিপুল। না। এস. পি. এলে তবে আমি যাবো।

ভড়। আঃ! তেওয়ারী!

তেওয়ারী। চলিয়ে সাব্।

[সহসা ঘরের মধ্যে মজুমদার প্রবেশ করিলেন। তাঁর হাতে একটি রিভলভার। তিনি ঢুকিয়া বিপুলকে দেখিয়া কহিলেন—]

মজুম। এখনও এখানে!

ভড়। কি করি স্যার! সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলে!

মজুম। সে সব কথা উঠছে কেন?

ভড়। যেতে চাইছে না যে!

বিপুল। স্যার—

ভড়। ওই শুনুন।

মজুম। আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের সন্দেহ করা হচ্ছে। আজ রাত্রে আপনাকে আমরা আটকে রাখবো। কাল বেলা তিনটের পর, সদর থেকে ফিরলে সব কথা হবে। [রিভলভার টেবিলে রাখিলেন]

ভড়। তেওয়ারী, লে যাও।

[তেওয়ারী বিপুলকে লইয়া গেল]

মজুম। একটু আগেই আমার ওপর attempt হয়েছিল মিঃ ভড়।

ভড়। বলেন কি স্যার? আপনার ওপর?

মজুম। হ্যাঁ। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েরা এতে যোগ দিয়েছে।

ভড়। সৈন্যদের আজ রাত্রে ছেড়ে দেব গাঁয়ের মধ্যে? এক রাত্রি ওরা ছাড়া পেলে কালকে দেখবেন গাঁয়ের মধ্যে আর টুঁ শব্দটি থাকবে না।

[মজুমদার চুরুট ধরাইতে লাগিলেন]

ভড়। আপনি একবার হুকুম দিন স্যার। আমি এই রাত্রেই কাপ্টেন ব্লিকের কাছে যাচ্ছি। তারপর দেখবেন—হুঁঃ। লক্ষ্মীপুরের মেয়েরা আর জীবনে আওয়াজ করবে না।

[ভড়ের দিকে চাহিয়া মজুমদার চুরুট টানিতে লাগিলেন]

ভড়। এতে স্যার আর একটা সুবিধে হবে। ওরা গ্রামে ঢুকে নির্যাতন শুরু করলে যে সব পুরুষ কালকে সদরে যাবে বলে গা ঢাকা দিয়ে সরে গেছে, তারা পিল্ পিল্ করে গাঁয়ে ঢুকে পড়বে। তখন পট্‌পট্ ধরে ফেল্লেই হবে। দেশোদ্ধারের রক্ত আমারও শরীরে বইছে। বুঝলেন স্যার?

মজুম। হুঁ। অনুকূল কোথায়?

ভড়। নীচের ঘরে।

মজুম। একবার নিয়ে আসুন, শেষ চেষ্টা করে দেখি।

ভড়। যে আজ্ঞে।

[ভড় বাহির হইয়া গেলে বিভান প্রবেশ করিল]

বিতান। আপনি ফিরেছেন—মাসীমা বললেন, এখন কি—

মজুম। Please, please. তাঁর সব কথা আর আধ ঘণ্টা পরে আমি শুনবো। এখন বড্ড upset হয়ে আছি। আর আধ ঘণ্টা পরে—আধ ঘণ্টা পরে।

বিতান। আচ্ছা, বিপুলদা কোথায় গেল ?

মজুম। বলতে পারছি নে।

বিতান। বেশ ছেলে যা হোক।

[বিতান চলিয়া গেলে শুভ অনুকূলকে লইয়া প্রবেশ করিল]

মজুম। মিঃ বিশ্বাস! বাক্‌চাতুরী ছেড়ে—আসুন, গোটাকতক স্পষ্ট কথা কওয়া যাক। একটু আগে আমি গাঁয়ের চারিদিকটা একবার ভাল করে দেখতে বেরিয়েছিলাম। ফিরে আসবার পথে আমার কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি চলে গেল।

অনু। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আপনার প্রাণরক্ষা হয়েছে।

মজুম। কিন্তু শুধু ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেই তো চলবে না। আমার ধারণা এ গাঁয়ে অনেক বন্দুক রিভলভার লুকোনো আছে। আমি সেগুলো উদ্ধার করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

অনু। করতে পারলে আমি খুশী হতাম, কিন্তু আমি জানি না সেসব কোথায় আছে। কিংবা আদৌ আছে কিনা।

মজুম। বেশতো। প্রত্যেক বাড়ী আমরা সার্চ করবো।

অনু। এই রাত্রে ?

মজুম। হ্যাঁ।

অনু। ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না।

মজুম। কেন?

অনু। সার্চ করার নাম ক'রে আপনারা গৃহস্থের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার করেন, তা আমার জানা আছে। রোগী, শিশু আর নারীর রক্ষার জন্যই আমি এ কাজ করবো না।

মজুম। মিঃ বিশ্বাস, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন।

অনু। আমাদের গুরুর এই রকমই আদেশ।

মজুম। গুরুতো জেলে।

অনু। কিন্তু চল্লিশ কোটি শিষ্য বাইরে। তাদের অন্তরে জ্বলছে স্বাধীনতার অনির্বাণ আগুণ। নির্বিচারে গুলি করে মানুষ মারা যায় মিঃ মজুমদার, আগুন নেবানো যায় না।

মজুম। হুঁ।

অনু। আমাকে যদি বলবার অনুমতি দেন, তবে বলবো গ্রাম সার্চ না করে আপনি নিজেকে সার্চ করুন।

মজুম। তার মানে?

অনু। তার মানে নিজেকে সার্চ করে দেখুন—আপনার মধ্যে কোথায় কোথায় সঞ্চয় করে রেখেছে ইংরেজ তার রাজ্য শাসনের চাবিকাঠি। বিকল করে দিন সেই চাবিকাঠিকে। নেমে আসুন আমাদের দলে—বন্দুক ফেলে দিয়ে তুলে নিন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা। জোর করে বলুন দিকি—চাকরির বন্দনা আর করবো না। কালকেই দেখবেন—

মজুম। চুপ করুন। সেটা কালকের কথা। আজকের কথা নয়। আজকের কথা হচ্ছে আমি এই গ্রামের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করতে চাই—আজই—এখনি। এই মুহূর্তে আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।

অমু। না।

মজুম। বেশ তাহলে ক্যাপ্টেন ব্লিকের দলকে আমি রাত্রেই গ্রামের মধ্যে ছেড়ে দেবো এই কাজের জন্য। তাদের ওপর ভার থাকবে—যেমন করে হোক এইসব গোপন অস্ত্র-শস্ত্র আর বিরুদ্ধবাদী ছেলে-মেয়েদের তারা নিজেদের আয়ত্বে আনবে। মিঃ ভড়?

ভড়। স্যার!

মজুম। কতক্ষণের মধ্যে আপনি ক্যাপ্টেন ব্লিকের রেজিমেণ্টকে এ গাঁয়ে হাজির করতে পারবেন?

ভড়। আধ ঘণ্টার মধ্যে স্যার। আমিতো আপনার হুকুমের জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে আছি। এসব গেঁদোর চেলাদের ডব্‌ডবানি ঠাণ্ডা করতে বেশী সময় লাগে না। এদের কাছে যত নরম হয়ে কথা বলবেন, ততই দেখবেন এরা মাথায় চড়ে বসেছে। এরা হচ্ছে শক্তের ভক্ত, নরমের যম। ডাণ্ডা ধরুন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মজুম। কি বলেন বিশ্বাস মশাই? ডেকে পাঠাবো ক্যাপ্টেন ব্লিকের রেজিমেন্টকে?

অমু। আপনার অভিরুচি।

মজুম। তবু আপনি যাবেন না?

অনু। না।

ভড়। বলি, তারা এসে বাড়িতে ঢুকে পড়ে তোমার বৌ-মেয়েকে ধরে টানাটানি করলে—কোন্ বাবা রক্ষে করবে শুনি ?

অনু। যে ভগবান আমাদের মনে আপনাদের অত্যাচার সহ্য করবার দুর্জয় সাহস দিয়েছেন, যে ভগবান দুশো বছর ইংরেজ শাসনেও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রবৃত্তি হরণ করেননি, গবান আজ রাত্রে আপনাদের মনে ধ্বংসের দুর্বুদ্ধি যোগাচ্ছেন, তিনিই রক্ষা করবেন।

মজুম। বেশ, তাহলে তিনিই রক্ষা করুন। মিঃ ভড় ?

ভড়। স্যার।

মজুম। আপনি এঁকে থানায় নিয়ে যান। আর ক্যাপ্টেন ব্লিককে খবর দিন। ভোররাত্রে আপনি বীরগঞ্জের মাঠে চলে যাবেন। সেখানে আমার হুকুমে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন থাকবে। এমনভাবে গার্ড দেবেন যেন একটি প্রাণীও আপনাদের চোখ এড়িয়ে সদরে না ঢুকতে পারে।

ভড়। যে আজ্ঞে স্যার। চল্ ব্যাটা গেঁদোর পুষ্যিপুত্তুর।

[অনুকূলকে ধাক্কা দিতেই সে পড়িয়া গেল। ভড় তাহাকে পা দিয়া ঠেলিতে লাগিল]

ওঠ্ ব্যাটা, ওঠ্। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] ভাল কথা, ক্যাপ্টেন ব্লিককে কি আমিই অর্ডার দেবো স্যার ?

মজুম। হ্যাঁ। আমার নাম করে—আপনিই অর্ডার দিয়ে দেবেন।

ভড়। আপনি কি বীরগঞ্জের মাঠে যেতে পারবেন স্যার ?

মজুম। হ্যাঁ। আমি কালকে ভোরে ঠিক সময়ে পৌঁছোবো। ব্লিককে বলে দেবেন, এই গ্রাম থেকে যদি একটিও ছেলে বা মেয়ে আজ রাত্রে বাইরে যায়, তাহলে আমি তাকেই দায়ী করবো।

ভড়। আচ্ছা স্যার। নমস্কার!

[ভড় অনুকূলকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। মজুমদার ব্যাগ খুলিয়া ডায়েরী বাহির করিয়া তাহাতে কি যেন লিখিতে লাগিলেন। জানলা দিয়া নিঃশব্দে মুখোসপরা দুইটি যুবক ঘরের মধ্যে নামিল। দুজনের হাতেই রিভলভার। একজন দরজায় গিয়া দাঁড়াইল, আর একজন মজুমদারের পিছনে গিয়া ধীরে কহিল—]

যুবক। হাত তুলুন!

মজুম। কে? কি চান আপনারা?

যুবক। উঁহু। কথা নয়। চলুন আমাদের সঙ্গে।

মজুম। কোথায় যেতে হবে?

যুবক। আপাততঃ ঘরের বাইরে। তারপরে পৃথিবীর।

মজুম। এবং আপনারা অহিংস?

যুবক। যে মেঘ জল দেয়, তার বুকেই বাজ লুকিয়ে থাকে মিঃ মজুমদার। আপনাদের মত প্রভুভক্ত কর্মচারী যত কমে ততই মঙ্গল।

মজুম। তাই নাকি?

যুবক। নিশ্চয়ই। বৃটিশ যদিবা কোনদিন ভারতবর্ষ ছাড়তে রাজী হয়, হাতে পায়ে ধরে আপনারাই তখন তাদের বাধা দেবেন। অতএব ইংরেজ যাবার আগে—আপনারাই যান। আসুন!

[মাঝখানে মজুমদারকে লইয়া যুবক দুইটি বাহির হইয়া গেল। দেউড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল।]

প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[থানার অভ্যন্তর ভাগ। একটি বেঞ্চে বসিয়া আছে মায়া, অনুকূলের কন্যা। সামনে বসিয়া রাইটার জবানবন্দি লিখিতেছে। মায়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। থমথম করিতেছে তাহার মুখ। টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া একটি লোক, মনে হয় কোন কর্মচারী, প্রশ্নের উত্তর দিতেছে]

রাইটার। পরশু কোথায় ছিলে ?

লোক। পরশু ?

রাইটার। হ্যাঁ, গতকালের আগের দিন।

লোক। মুকুন্দপুর।

রাই। কেন ?

লোক। আমার বোনের খুব অসুখ স্যার, সেই জন্যে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

রাই। মুকুন্দপুর এখানে থেকে কতদূর ?

লোক। ন'কোশ।

রাই। ন'ক্রোশ ? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তুমি ন'ক্রোশ পথ হেঁটে অসুস্থ বোনকে দেখতে গিয়েছিলে—এবং দেখে—কখন গিয়েছিলে ?

লোক। আজ্ঞে ?

রাই। বলছি, বোনকে দেখতে গিয়েছিলে কখন ?

লোক। রাত্তির নটায়।

রাই। তাহলে রাত্তির নটায় বেরিয়ে, ন'ক্রোশ পথ ভেঙে রুগ্না বোনকে দেখে, আবার আঠারো মাইল পথ হেঁটে তুমি রাত্রি চারটের আগেই বাড়ী চলে এলে ? কেমন ?

[লোকটি চুপ করিয়া রহিল]

ধাপ্পা মারবার আর জায়গা পেলে না ? দর্‌বাজা ?

সিপাই। হুজৌর!

রাই। ওকে ফাটকে আটকে রাখো। কাল সকালে ও. সি. যা করবার করবেন। আমরা আর কি করবো ?

[দরবাজা লোকটিকে লইয়া গেল। রাইটার এবার মায়ার দিকে চাহিল। মায়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। রাইটার বলিল—]

রাই। তুমি অনর্থক এখানে বসে থেকে কি করবে ? যাও— গিয়ে শুয়ে পড়।

মায়া। আপনার গ্র্যাটিস্ এ্যাড্‌ভাইস্ তো আমি চাইনি।

রাই। কিন্তু এখানে এভাবে বসে থাকলে এ্যাডভাইস্ না দিয়েওতো পারা যায় না।

[মায়া কোন জবাব দিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাইটার আবার তাহার দিকে চাহিল]

নিজে থেকেই যাবে—না পুলিশ ডাকবো ?

মায়া। আমাকে তুমি বলবার অধিকার কে দিল আপনাকে ?

রাই। তুমি বলবো নাতো কি বলবো ?

মায়া। "আপনি" বলবেন।

রাই। ক্রিমিনালকে থানায় 'আপনি' বলে না· সে রেওয়াজ এখানে নেই। যে কাজ করেছ, তাতে আপনি কেন—

মায়া। বলুন!

রাই। বকিয়োনা। যাও—ফাটকে যাও।

মায়া। না। আপনার ও. সি. না আসা অবধি আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

রাই। অপেক্ষা করতে হবে?

মায়া। হ্যাঁ।

রাই। কিন্তু আমি এখন খেতে যাবো।

মায়া। বেশতো যান না।

রাই। কিন্তু কয়েদীকে বাইরে রেখে আমি যাই কেমন করে?

মায়া। পালিয়ে যাবো ভাবছেন?

রাই। যদি যাও—মানে যদি যাওয়াই হয়—

[মায়া হাসিল]

মায়া। চোর-ডাকাত ঠেঙিয়ে মনের এই অবস্থাই হয়েছে আপনাদের। ভদ্র মানুষ দেখেন না তো চোখে।

রাই। কে ভদ্র মানুষ? মেয়েছেলে হয়ে যে মানুষকে গুলি করে? যে ইংরেজ উচ্ছেদ করবার স্বপ্ন দেখে, সে ভদ্র মানুষ?

মায়া। না। বাঙালী হয়ে, ভারতীয় হ'য়ে যে ইংরেজের পদলেহন ক'রে—জীবিকা অর্জন করে, নিজের দেশের লোককে দরকার

হ'লে নিজের ছেলেকে, নিজের বাপকে ধরিয়ে দিয়ে যারা প্রমোশনের স্বপ্ন দেখে—তারাই ভদ্র মানুষ।

[বিশু চক্রোত্তির প্রবেশ]

বিশু। বিমল ভাই—তুমি ও.-সি.-ক বোলো—ওরে বাবা! এ কে!

মায়া। চিনতে কষ্ট হচ্ছে?

বিশু। না না কষ্ট হবে কেন? একগুলিতে ভবসাগর পারে পৌঁছে দেবার কথা ভাবছিলে, সে কাজ হ'ল না। কষ্ট হবে কেন? বরং তোমার কষ্ট হচ্ছে। প্রাণ ফিরে পেয়ে আমার তো আনন্দই হচ্ছে। ধন্যি মেয়ে বাবা অনুকূলের। গুলিগোলা ছুঁড়তে শিখলে কবে? যাও, এবার খেটে এস কিছুদিন। আমি রাজা হলে তোমায় ফাঁসী দিতাম।

[চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিল]

বিশু। ইংরেজ তাড়াবার স্বপ্ন দেখছো? ইংরেজ তাড়াবে? অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত তোমার বাবা। হিংসায় ভ'রে আছে তোমাদের মন। ইংরেজ হয়তো যাবে এদেশ থেকে একদিন। তবে শুনে রাখ, যাবার আগে তারা এমন কিছু রেখে যাবে না, যা নিয়ে তোমরা ভোগদখল করতে পারো। বুঝেছ?

মায়া। বুঝেছি। যান—আপনি এখান থেকে।

বিশু। যাবোই তো। বিমল, এই বাঘিনীকে এখনও বাইরে রেখেছো কেন? ওর হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে হাজতে ফেলে রাখো। আর তোমার ওই সেপাইগুলোকে বলে দাও—হাঃ হাঃ হাঃ!

[অনুকূলকে লইয়া বিভূতি ভড় প্রবেশ করিল]

বিভূতি। কি হল বিশু? বুকের কাঁপুনি থেমেছে?

বিশু। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। তাই জানতে এলাম—যদি নতুন কোন কাজ দেবার থাকে।

বিভূতি। না। আপাততঃ হুজুর তোমাকে ছুটি দিয়েছেন। দু' মাসের ছুটি। এ দুমাস তুমি বাড়ীতে বসে মাইনে পাবে।

বিশু। হেঁ হেঁ হেঁ—হুজুর সর্বজ্ঞ।

বিভূতি। যাও। বাড়ীতে বসে বিশ্রাম করোগে।

বিশু। যে আজ্ঞে।

[বিশু চলিয়া গেল]

বিভূতি। বসুন অনুকূলবাবু!

অনু। না, বসবো না। আমার ওপর কী আদেশ আছে জানতে পারলে সেইভাবে চলতাম।

বিভূতি। শুনলেনই তো সাহেবের হুকুম। আপনাকে এখন হাজতে থাকতে হবে।

অনু। বেশ। তাহলে দয়া করে হাজতের দরজাটা খুলতে আদেশ করুন।

মায়া। বাবা!

অনু। (না চাহিয়া) আমি একটু ঘুমোতে চাই।

[ঝন্‌ঝন্ করিয়া হাজতের দরজা খুলিয়া গেল। কন্যার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করিয়া অনুকূল হাজতের দিকে অগ্রসর হইলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তালুকদারের বাড়ী। নীচের ঘরে খাবার টেবিল পাতা। তার ওপর ধবধবে শাদা চাদর। মাঝে মাঝে ফুলদানি। উর্দ্দি-পরা চাকর খাবার আনিয়া টেবিলের ওপর রাখিতেছে। এক এক করিয়া ঢুকিল তালুকদার, স্বপ্না, নির্মল প্রভৃতি।]

মিসেস। স্বপন, কী হ'য়েছে তোমার?

স্বপ্না। কী আবার হবে? কিছুই হয় নি।

মিসেস। তা'হলে সন্ধ্যের পর থেকে তুমি এরকম মুখভার ক'রে আছ কেন?

স্বপ্না। সব সময় কি হাসি হাসি মুখে থাকা যায় নাকি? না—করলে তা ভাল দেখায়? দেখছো না চারদিকের কী অবস্থা আজ?

নির্মল। এক্‌স্‌কিউজ মি! চারদিকের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি কি খোঁজ খবর রাখেন—মিস তালুকদার?

স্বপ্না। আপনার কী মনে হয়—দেশের কোন খবরই আমি রাখি না?

নির্মল। আমার তো তাই মনে হয়।

স্বপ্না। কেন আপনার একথা মনে হয়—বলবেন?

নির্মল। আমার মনে হয়—সোসাইটির কাজে আপনি এতো ব্যস্ত—

স্বপ্না। না। সোসাইটির কাজ আমি করি না।

নির্মল। তা'হলে পার্টি টার্‌টি—ডিনার—

স্বপ্না। না। ওগুলো তো আঙুলে গোনা যায়। তাছাড়া সে সব এত দরকারী নয় যে—তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।

নির্মল। তা'হলে আমার কথা প্রত্যাহার করলাম।

মিসেস। তা'হলেও তোমার মুখটা আজ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। সন্ধ্যের পর থেকেই এটা লক্ষ্য করছি। কী ভাবছো তুমিই জানো।

স্বপ্না। কিছুই ভাবছিনে মা। শুধু ভাবছি—আশীষ আর আমি ক্লাস ফ্রেণ্ড। ওকে আমি জানি। পড়াশুনোয় খুব ভাল ছেলে। মায়াকেও জানি—সেও ভাল ছাত্রী। কিন্তু কিসে ওদের এমন ক'রে মাতিয়ে দিলে—এইটেই ভেবে পাচ্ছিনে।

নির্মল। ভূতে। ভূতে ধরলে মানুষ শুনেছি এমনি ক'রে মেতে ওঠে।

স্বপ্না। আর অভূতে ধরলে বুঝি আপনার মত চুপচাপ থাকে?

মিসেস। আঃ! কী হচ্ছে স্বপন! তুমি নির্মলকে পার্শোনাল এ্যাটাক্ করছো কেন?

স্বপ্না। যে কথাটা আমি তোমাকে জিগ্যেস করেছি, উনিই বা তার জবাব দিচ্ছেন কেন?

বিতান। আচ্ছা বিপুলদা কোথায় গেল? অনেকক্ষণ তাকে দেখিনি।

মিসেস। সত্যিইতো! বিপুলকে অনেকক্ষণ দেখিনি। তুমি এক কাজ করতো বিতান! ওপরে গিয়ে আমাদের ওয়ার্থলেশ বাড়ীর মালিককে আর মিঃ দাসকে—খাওয়ার কথা মনে

করিয়ে দিয়ে—একেবারে ডেকে নিয়ে এস। আর পূর্বদিকের কোণের ঘরে মিঃ মজুমদার একা বসে কাজ করছেন। তাঁকে বলো যে খাবার দেওয়া হয়েছে। আর দেরি করলে এগুলো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। চপ্‌গুলো আর মুখে তোলা যাবে না।

নির্মল। চলুন, আমিও যাই—আপনার সঙ্গে।

স্বপ্না। আমি একটা ডিসে কিছু কিছু তুলে খেয়ে নেব মা?

মিসেস। (কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে চোখ রেখে) তার মানে?

স্বপ্না। আমার ভাল লাগছে না

মিসেস। অপূর্ব! এতদিন অবধি তোমার বাপীকে নিয়ে ভেবেছি, নিজের কথাও ভেবেছি কখনো কখনো কিন্তু তোমাকে নিয়ে ভাবতে হয়নি আমাকে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—তোমার কথাই বোধহয় সব আগে ভাবা উচিত ছিল। খাও।

[স্বপ্না কোন কথা না বলিয়া একটা ডিস লইয়া কিছু কিছু খাবার তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইয়াই খাইতে সুরু করিল। কিন্তু তখনো তার মুখ হইতে ভাবনার মেঘ কাটে নাই। আড় চোখে একবার মেয়েকে দেখিয়া লইয়া মিসেস তালুকদার বলিলেন—]

মিসেস। বল না—কি ভাবছো?

স্বপ্না। আচ্ছা মা যদি কখনো ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়—তখন এই আমরা যারা—রায়সাহেব-রায়বাহাদুরের ফ্যামিলি, যারা প্রতিপদে বাধা দিয়েছি—সমালোচনা করেছি, ঠাট্টা করেছি স্বাধীনতা আন্দোলনকে—আমাদের নিয়ে ওরা কি করবে?

মিসেস। কী বিচিত্র তোমার চিন্তার ধারা! কী আবার করবে?

সম্মান করবে, খাতির করবে,—বড় বড় দায়িত্ব চালাবার জন্যে ডাক দেবে।

স্বপ্না। না।

মিসেস। তবে কি করবে ?

স্বপ্না। দয়া করবে। রাস্তার অসহায় কুকুরকে যেমন দয়া করে মানুষ—ঠিক সেইভাবে দয়া করবে। আমাদের সঙ্গে মিশবে না, কথা কইবে না,—চাড্ডি চাড্ডি খেতে দেবার ব্যবস্থা করবে, —আর পথে পথে ঘুরে বেড়াবার অবাধ অধিকার দেবে।

মিসেস। (চীৎকার করিয়া) স্বপন, কেন তুমি—

স্বপ্না। আর এই এত লয়্যাল রাজভক্ত পুলিশ তখন কি করবে জান তো ?

মিসেস। (চটিয়া) কি করবে ?

স্বপ্না। থানার দেওয়াল থেকে সম্রাটের ছবি নামিয়ে, সেখানে গান্ধির ছবি টাঙাবে। এখন বন্দেমাতরম্ শুনলে লাঠি চালাচ্ছে, তখন না শুনলে বন্দুক চালাবে।

মিসেস। কেন এসব দিবাস্বপ্ন দেখছো ? ইংরেজ যাবে না।

স্বপ্না। কিন্তু আজ সন্ধ্যে থেকে আমার অন্য রকম মনে হচ্ছে মামণি। সমস্ত দেশ যেভাবে ক্ষেপে উঠেছে,—এই যে নিরস্ত্র প্রতিরোধ নামে একটা অস্ত্র নিয়ে ওরা লড়াই করছে—এতেই ওরা জিতবে। আমি আমার রক্তের মধ্যে ইংরেজের চলে যাওয়ার বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছি মামণি।

[তিন রাখিয়া দিল। তারপর রুমাল দিয়া হাত মুছিয়া কহিল—]

শুধু ইংরেজই নয় মামণি। সেই সঙ্গে আমরাও হেরে গেলাম।

আর একটু আগে এটা মনে হলে বোধহয় এত কালি মুখে মাখতাম না। এই যে ওরা এত মার খাচ্ছে,—জেলে যাচ্ছে—ফাঁসী যাচ্ছে,—হাতে একটা লাঠি পর্যন্ত না নিয়ে বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিচ্ছে। ওরা মরছে, তবু কেন মনে হচ্ছে ওরাই জিতছে? কেন মনে হচ্ছে মামণি যে ওরাই জিতছে!

[বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]

মিসেস। এ যে হবে আমি জানতাম। আসবার আগে হাজার বার ক'রে বললাম—যে গ্রামে আগুন জ্বলছে, সেখানে এই ইয়ং মেয়েকে—

[শুষ্ক মুখে বিতান আসিয়া দাঁড়াইল]

মিসেস। কি হ'য়েছে?

বিতান। বিপুলদাকে পুলিশ এ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছে।

মিসেস। সেকি! কেন? সে তো খুব নির্দোষ ছেলে।

বিতান। শুনলাম—ওর রিভলভার নাকি পাওয়া গেছে ওইসব বিপ্লবীদের একজনের কাছে।

মিসেস। কী করে বুঝলে পুলিশ? রিভলভারে কি বিপুলের নাম লেখা ছিল?

বিতান। না। ওর বাবার নাম লেখা ছিল। পিসেমশায়ের নাম।

মিসেস। কী সর্বনাশ বল দিকিনি। যাই হোক কিছু ভেবো না। আমি মিঃ মজুমদারকে বলে—

[নিঃশব্দে আসিয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইলেন মিঃ দাস আর মিঃ তালুকদার]

মিসেস। কি হল? তোমরা আবার গরুচোরের মতো এসে দাঁড়ালে কেন? (দুজনেই চুপ) কি আপদ বল দিকিনি? এত ক'রে যে বললাম—পূবদিকের কোণের ঘরটা থেকে মিঃ মজুমদারকে খেতে ডাকতে। তা—

মিঃ তালুকদার। তিনি নেই।

মিসেস। আবার কোথায় গেলেন? এই তো একটু আগেও ছিলেন।

মিঃ দাস। এখন নেই।

মিসেস। বুঝেছি। তাহ'লে কি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে খেতে বসবে? কী করবে?

মিঃ দাস। আমি খুব shakey feel করছি মিঃ তালুকদার। এখানে এখন বেঁচে থাকাটা ভেরি আন্‌সার্টেন। এত লোক লস্কর, সেপাই, পুলিশ—বন্দুক চারদিকে! অথচ—

মিসেস। কেন? কী হয়েছে আমাকে বলবে? বিপুলকে পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে—সেটা শুনেছি। আরও কিছু হয়েছে নাকি?

মিঃ তালুক। হ্যাঁ। মিঃ মজুমদারকে দুজন ছেলে এসে রিভলভার দেখিয়ে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেছে।

মিসেস। সে—কী! কোথায়?

তালুক। সেইটেই তো কী বলে গিয়ে—ডেস্টিনেশান আন্‌নোন্।

মিসেস। তাহ'লে এতগুলো চপ্ নিয়ে আমি কি করবো? উনি খেতে ভালবাসেন বলে সারাটা দিন পরিশ্রম ক'রে তৈরি করলাম। এখন সেগুলো—

মিঃ তালুক। চপ্ তো আমিও খুব ভাল—

মিসেস। চুপ করো। তোমাকে খাইয়ে নষ্ট করবো বলে এত পরিশ্রম করিনি আমি। ছি ছি ছি! আর ছেলেগুলোই বা কীরকম? মানুষকে খাবার শোবার সময় দেবে না?

[ধপ্ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন]

মিঃ দাস। মিঃ তালুকদার! কোলকাতায় যাবার গাড়ি কখন? রাত্রে?

মিঃ তালুক। কোলকাতা যাবার গাড়ি—! আসার সময়টা বলতে পারি।

মিসেস। এই মানুষটাকে যত দেখছি, ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। উনি কোলকাতা যাবার সময় জিগ্যেস করছেন।

মিঃ তালুক। হ্যাঁ, সে আমি বুঝেছি। কিন্তু ওটাতো আমি জানি না মিঃ দাস।

মিসেস। আমি বলছি। একটা আছে—রাত একটা ঊনপঞ্চাশ মিনিটে। আর একটা—রাত তিনটে পাঁচে।

মিঃ দাস। বাঃ! দুটোই ভারী চমৎকার সময়। আচ্ছা, direct গাড়ি ক'রে যাওয়া যায় না মিঃ তালুকদার?

মিঃ তালুক। না। পথের মধ্যে দুটো বড় বড় নদী পড়ে।

মিঃ দাস। ভারী আনন্দ হ'ল শুনে। আচ্ছা,—তাহ'লে মিসেস তালুকদার, আসুন আমরা খেতে বসি।

মিসেস। বিতান! বোসো।

বিতান। কিন্তু বিপুলদাকে—

মিসেস। কি করবো বলো! যাকে বোলে বিপুলকে পুলিশের হাত

থেকে ছাড়াবো, তাকেই ছোঁড়াগুলো ধরে নিয়ে গেছে। এখন মেরে ধরে না ফ্যালে—

মিঃ দাস। মিঃ তালুকদার! আমাকে যদি ওই গোঁয়ারের দল রাত্রে মার্ডার করে—তাহ'লে আমার ছেলেদের আপনি kindly বলে দেবেন যে আমার উইলটা আছে—উইলিয়াম্ এ্যাণ্ড— কী আপদ! নামটাও মনে পড়ছে না এখন!

[দাস চাহিয়া দেখিলেন তালুকদার অন্যদিকে চাহিয়া চপ খাইতেছেন। হতাশভাবে মিঃ দাসও চপে কামড় দিলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[গ্রামের বাহিরে পোড়ো বাড়ীর ঘর। সন্তোষ আর নবীন এস. পি. মজুমদারকে লইয়া ঢুকিল। ঘরের মধ্যে একটা কোণায় ইনস্পেক্টর ভড় বসিয়া আছে। দুটি হাত পিছমোড়া করিয়া বাঁধা, পা দুটিও শক্ত করিয়া বাঁধা। মজুমদারকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া ভড় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলিল—]

ভড়। স্যার!

মজুমদার। হুঁ।

ভড়। এদের স্যার অসাধ্য কাজ কিছু নেই।

মজুমদার। তাই দেখছি। তোমাকে ধরলে কী ক'রে?

ভড়। আমি স্যার নিজেই যাচ্ছিলাম ক্যাপ্টেন ব্লিককে খবরটা দিতে। নন্দীপুরের মাঠটা পার হবার সময় কোত্থেকে দশ বারোজন ছোঁড়া এসে ঝড়ের বেগে আমাকে, বিশু চক্কোত্তিকে, আর রাম খিলাওন সিংকে ধরে বেঁধে ফেললো। বন্দুক আর পিস্তল কেড়ে নিলো।

হরেন। ব্যস্ আর না। অনেক কথা বলেছেন এবার চুপ করুন। বরং একটু জল খান। (জল দিল)

নবীন। (মজুমদারকে) এবার স্যার অনুমতি করলে আপনাকে বাঁধবো আমরা।

মজুমদার। বাঁধা খুব দরকার?

নবীন। হ্যাঁ স্যার। খুবই দরকার। আপনাকে বেঁধে অন্য একটি ঘরে রেখে দেব আমরা।

মজুমদার। কতক্ষণ?

নবীন। যদি কোন গোলমাল না করেন, তবে আসছে কাল বিকেল অবধি। আমরা সদর থেকে ফিরে— আপনাকে এবং দারোগাবাবুকে ছেড়ে দেব।

মজুমদার। আর যদি গোলমাল করি?

নবীন। তাহ'লে আমরা আর কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না। লীডার যা বলবেন তাই হবে।

ভড়। ওই অনুকূলের ব্যাটা বুঝি তোমাদের লীডার?

নবীন। দারোগাবাবু, লোকজনকে মারধোর করতে করতে এমনই অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে আপনাদের যে, মারধোর না খেলে ভাল কথা, ভদ্র কথা, আর মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না—না?

[তুপ অগ্রসর হইয়া ঠাস্ করিয়া ভড়ের গালে একটা চড় মারিয়া—]

অনুকূল নয়—অনুকূলবাবু। তোমরা নয়—আপনারা। বলুন! মুখে বলুন। উচ্চারণ করুন। জিভটা পবিত্র হোক। (ধমকে দিয়া) বলুন!

[হাত তুলিল]

ভড়। অ-অ-অনুকূলবাবু!

নবীন। আর একটা—?

ভড়। আপনারা।

মজুমদার। তোমাদের তো সাহস কম নয় হে? গাঁয়ের দোর্দণ্ড প্রতাপ দারোগাকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছো!

নবীন। কী করা যাবে স্যার? রোগটা যে কঠিন। তাই ওষুধটাও চড়া ডোজ দিতে হল। কী দারোগাবাবু? উপকার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তো?

[ভড় কিছু বলিল না। শুধু চাহিয়া রহিল]

নবীন। জানেন মিঃ মজুমদার! মিঃ ভড় সেদিন বলছিলেন যে ওঁর শরীরেও দেশ-প্রেমের রক্ত বইছে। ওঁর ঠাকুর্দা নাকি একবার এক ইংরেজকে একটি চড় মেরেছিলেন।

মজুমদার। কি হে ভড়? তাই নাকি?

ভড়। হ্যাঁ স্যার!

মজুমদার। ও! তাহলে তো তোমাকে পেট্রিয়ট্ই বলা যায়। কিন্তু বাপু! একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের অনেককেই তো থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে বার ক'রে আনলে কে?

নবীন। আমাদের ছেলেরা।

মজুমদার। অনুকূলবাবুও বেরিয়ে এসেছেন ?

নবীন। না স্যার।

মজুমদার। কেন ?

নবীন। উনি পুরোপুরি অহিংসাব্রতী। ছেলেরা রিভলভার নিয়ে ঢুকেছিল বলে—তিনি ঘৃণায় তাদের সঙ্গে একটা কথাও বলেননি!

মজুমদার। আমাকে একটু কাগজ কলম দাও, আমি ওঁর রিলিজ অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।

হারান। আপনি আমাদের সঙ্গে পাশের ঘরে আসুন! সেই খানেই কাগজ দিচ্ছি আপনাকে।

[মজুমদার হারানের সঙ্গে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছেন, এমন সময় বিকাশ ও বিনোদ বিশু চক্রবর্তীকে বহিয়া আনিয়া ঘরের মেঝেতে নামাইয়া দিল। বিশু মজুমদারকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

বিশু। হুজুর! ধর্মাবতার! আপনাকেও এরা ধরে এনেছে? ওরে বাবা, এদের অসাধ্য কোন কাজ নেই দেখছি। আমার আর দেহে কিছু রাখেনি হুজুর! একেবারে ধনে প্রাণে মেরেছে আমাকে। ওঃ! ওরে বাবা!

মজুমদার। তোমার বাড়ী লুঠ ক'রে টাকাকড়ি নিয়েছে বুঝি ?

বিশু। না হুজুর!

মজুমদার। তাহ'লে ধনে মারেনি। আর জলজ্যান্ত আমার চোখের সামনে কথা বলছো যখন, তখন তোমাকে প্রাণেও মারেনি। কী বল ?

বিশু। না হুজুর।

মজুমদার। তাহ'লে মারলো কোথায়?

বিশু। ঠ্যাংয়ে। আমার পা দুটো হাঁটু থেকে ভেঙে আল্‌গা করে দিয়েছে। এই দেখুন নড়বড় করছে হুজুর।

[পা তুলিয়া দেখাইল। ধপ্‌ করিয়া পা দুটি মাটিতে পড়িয়া গেল]

দেখলেন হুজুর? শেষ করে দিয়েছে আমাকে। আমি এখন কী ক'রে চলে ফিরে বেড়াব? কেমন ক'রে হুজুরের সেবা করবো? দেশের কাজ করবো?

মজুমদার। কাজ বোধ হয় আর আমাদের করতে হবে না চক্রবর্তী! আমাদের কাজ আজ এরা এখানেই শেষ করে দেবে।

বিশু। ওরে বাবা!

মজুমদার। ওর পা দুটো তোমরা ভেঙে দিলে কেন হে?

নবীন। যে পা দিয়ে অনুকূল বিশ্বাসকে উনি লাথি মেরেছিলেন, সেই পা দুটো অকেজো করে দিলাম আমরা। তাছাড়া ইনফর্মারের কাজ নিয়ে ওঁর মনোবৃত্তিটাও জঘন্য হ'য়ে গিয়েছিল। মা-বোন সম্বন্ধেও কোন চেতনা ছিল না। আপনারা এবার একটা পেন্সনের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। বসে বসে খাবেন, আর নিজের দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করবেন।

[আশীষ প্রবেশ করিল]

আশীষ। নমস্কার মিঃ মজুমদার। আপনার খাওয়া হয়নি রাত্রে। খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিঃ ভড় এঘরেই খাবেন।

আর বিশ্বম্ভরবাবু বসে বসে দেখবেন। (নবীনকে) কিন্তু তোমরা আর দেরি কোরো না। ভোর রাত্রেই সদর টাউনের বাইরে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

নবীন। না, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। প্ল্যানটা হ'য়ে গেছে?

আশীষ। হ্যাঁ। বিকাশ আর বিনোদ, তোমরা আমাদের সঙ্গে যাবে না। এইখানে ওঁদের পাহারায় থাকবে।

বিনোদ। আচ্ছা আশীষদা।

আশীষ। মিঃ মজুমদার, আপনি দয়া ক'রে ওঘরে যান। খাওয়া-দাওয়ার পরে এরা আপনাকে বেঁধে রাখবে।

মজুমদার। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তোমাদের সম্বন্ধে আজ আমার একটা অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল হে!

আশীষ। (হেসে) কী ভুল?

মজুমদার। আমার ধারণা ছিল যে, বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো অশিক্ষিত বেকার ছেলের দল এসে ভীড় করেছে এই সাহেব মারার ব্যাপারে। কিন্তু তাতো নয়। তোমরাতো উচ্চ শিক্ষিত ছেলেমেয়ের দল। অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত ভাল এবং অত্যন্ত বিনয়ী।

আশীষ। সবাইকি আর খারাপ হয় মিঃ মজুমদার? ভালওতো আছে তার মধ্যে?

মজুমদার। হ্যাঁ, তা আছে। এবং বোধ করি একটু বেশী মাত্রাতেই আছে। ছাখো, আমি পুলিশ অফিসার—আমার এমন কথা ভাবা উচিত নয়। তবু বল্‌ছি—তোমরা জয়ী হয়েছ—এই খবরটা পেলে আমি খুশী হবো।

আশীষ। সেই আশীর্বাদ করুন।

ভড়। স্যার, একটি কথা না বলে থাকতে পারছি না। আপনি বড় অফিসার। এদের মঙ্গল কামনা করে আপনি কি ইংরেজের নিমকের অপমান করছেন না স্যার?

[মজুমদার কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মত ভড়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন—]

মজুমদার। ভড়, ইংরেজের নুনের সম্মান রাখতে আমার চব্বিশ ঘন্টার সার্ভিস তাকে দিয়েছি। বোধ করি আমার প্রাণও সেখানে এই নুনের জামিন রয়েছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব দিইনি। কথাটা তুমি ভেবে দেখো—নুনের বদলে—মনুষ্যত্ব দিলে বোধহয় হাতে আর কিছু থাকে না। কই ভাই, চলো,—বাঁধবে চলো!

[চলিয়া গেলেন। সঙ্গে প্রায় সবাই গেল]

ভড়। বিশু!

বিশু। স্যার!

ভড়। মজুমদার কী রকম দিলে দেখলে? একেবারে পরম বৈষ্ণব। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তুই এস. পি.—তোর সামনে যে আমার গালে চড় মারলে, তোমার ঠ্যাং ভেঙে দিলে, তা তুই দেখতে পেলিনে? হাততালি কুড়োবার জন্যে দলের সঙ্গে ভিড়ে হরিবোল হরিবোল করতে লেগে গেলি?

বশু। ওরে বাবা! ও বাবা! যন্ত্রণায় মরে গেলাম হুজুর! ও রকম হয় জানেন দারোগাবাবু,—বড় হলে ও রকম একটু

আধটু রকমফের করতে হয়। বড় গাছ যে। ছাগলে মুড়ে খাবার ভয়তো নেই। ভয় আপনার আমার—যারা ছোট।

ভড়। হুঁ!

[বাইরে আওয়াজ শোনা গেল আশীষের]

নেঃ আশীষ। ওঁকে ঘরে রেখে চলে এস।

[দরজা খুলিয়া গেল। হাত বাঁধা মজুমদারকে লইয়া নবীন প্রবেশ করিল]

নবীন। আপনি স্যার এই ঘরেই থাকুন। ও ঘরে একলা একলা থাকতে কষ্ট হবে আপনার।

মজুমদার। As you please.

[সকলে বাহির হইয়া গেল]

নেঃ আশীষ। এখানে রইলো কে?

নেঃ নবীন। হারান।

[চুপচাপ। ঝিঁঝিঁর ডাক শুনা যাইতেছে। দূরে দুইবার বন্দুকের শব্দ হইল]

বিশু। আমি আর বাঁচবো না হুজুর। হেঁটে চলে বেড়ানো আমার জন্মের মত শেষ। কী হবে এই জীবন দিয়ে?

ভড়। কাল বিকেল অবধি যদি এই ভাবে আটকে রাখে—

মজুম। চোখ বুঁজে থেকে যাননা মশায়। সয়ে যাবে।

[বসিয়া বসিয়া কী যেন ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু চক্রবর্তী শুইয়া যন্ত্রণার শব্দ করিতে লাগিল। ভড়কে দেখা গেল সে ঢুলিতেছে। নেপথ্যে হারানের গলা শোনা গেল]

নেঃ হারান। আপনি!

নেঃ অনুকূল। হ্যাঁ আমি। আর সব কোথায়?

নেঃ হারান। ওরা সবাই আশীষদার সঙ্গে চলে গেছে নন্দী-গ্রামের দিকে।

নেঃ অনুকূল। মায়াও গেছে?

নেঃ হারান। না। মায়াদি বাড়ী গেছে। পরে যাবে। আপনি ঘরে যেতে চাইছেন কেন?

নেঃ অনুকূল। দরকার আছে। খুলে দাও।

[তালা খোলার শব্দ হইল। দরজা খুলিয়া গেল। অনুকূল প্রবেশ করিল। সে একবার সকলকে দেখিয়া লইয়া কহিল—]

অনুকূল। আমি খুব দুঃখিত যে আপনাদের এই ভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের বাঁধন খুলে দিচ্ছি। আপনারা চলে যান।

ভড়। তার মানে?

অনু। তার মানে ছেলেরা আপনাদের বেঁধে রেখে যে অন্যায় করেছে, আমি সেই অন্যায়ের প্রতিকার করছি।

[এই বলে অগ্রসর হইয়া প্রথমে ভড়ের বাঁধন তারপরে মজুমদারের বাঁধন খুলিয়া দিলেন]

বিশু। আমি কী করে যাব অনুকূল ভাই? আমার যে দুটো ঠ্যাংই ভেঙে দিয়ে গেছে।

অনু। আমি আপনাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।

ভড়। আমি স্যার তাহলে এগিয়ে যাচ্ছি। নন্দীগ্রামের মুখ থেকে ওরা বেরোবে। দেখি আটকানো যায় কিনা।

[ভড় আর কিছুমাত্র দেরি না করিয়া তাড়াতাড়ি মজুমদারকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। মজুমদার চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন]

অনু। আপনিও চলে যান মিঃ মজুমদার!

মজুম। না।

অনু। না বলছেন কেন?

মজুম। না বলছি এই কারণে যে আপনি আমাকে বেঁধে রেখে যাননি। যারা রেখে গেছে, তারা না বললে আমি যাবো না।

অনু। তারা অন্যায় করেছে। আপনার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। বিরোধ ইংরেজের সঙ্গে।

মজুম। কিন্তু সেই অন্যায়কারীদের সঙ্গে দেখা না হলে, তারা না বললে আমি যাবো না মিঃ বিশ্বাস! আপনি বিশ্বম্ভরকে নিয়ে চলে যান।

অনু। ওদের ফিরতে ফিরতে কাল বিকেল। আপনি কি ততক্ষণ থাকতে পারবেন মিঃ মজুমদার?

মজুমদার। নিশ্চয় পারবো।

[অনুকূল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মজুমদারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—]

অনু। আমার মনে হচ্ছে, আপনি শুধু শুধু অপেক্ষা করবেন মিঃ মজুমদার। যারা কাল যাবে কালেক্টরি দখল করতে, তারা আর নাও ফিরতে পারে।

মজুমদার। ঈশ্বর করুন সে ঘটনা যেন না ঘটে। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলে—আমার বেরিয়ে যাবার অধিকার রইল।

অনু। আসুন বিশুবাবু! আপনি আমাকে ধরুন। বাইরে গিয়ে একটা গরুর গাড়ি ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে। আসুন! চলি মিঃ মজুমদার।

মজুম। আসুন।

[অনুকূল চলিয়া গেলে মজুমদার ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া একটা চুরুট ধরাইতে লাগিলেন!]

চতুর্থ দৃশ্য

অনুকূলের বাড়ী

[আশীষ ও মায়া উঠানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল]

আশীষ। আমরা নন্দীগ্রামের দিক দিয়ে ঢুকবো। তুই, রেখা কিছু ছেলে নিয়ে সহরে ঢুকবি রায়গঞ্জের মুখ থেকে। আর নবীন কিছু ছেলে নিয়ে যাবে বামুনডাঙ্গা দিয়ে। আমরা মিট্ করছি কালেক্টরির সামনের মাঠে।

[হেমাঙ্গিনী আসিয়া দাঁড়াইলেন]

মায়া। শুনেছি ওরা বাধা দেবে ওইখানেই।

আশীষ। আমিও তাই শুনেছি। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিই। কারো হাতে কোন অস্ত্র থাকবে না। এমন কি একটি লাঠি

পর্যন্ত নয়। আমাদের চেষ্টা হবে কালেক্টরির ওপর থেকে ইউনিয়ন জ্যাক্‌ সরিয়ে দিয়ে—সেখানে আমাদের জাতীয় পতাকা বসিয়ে দেওয়া।

মায়া। গুলি ওরা করবেই। না দাদা?

আশীষ। হ্যাঁ, গুলি নিশ্চয় চালাবে। কিন্তু প্রত্যেককে নির্দেশ দেবে—যার হাতেই জাতীয় পতাকা থাক্‌, সে পতাকা যেন মাটিতে না পড়ে। তার আগেই আর একজন এসে যেন তুলে নেয়।

[নবীন প্রবেশ করিল]

নবীন। আমরা তাহ'লে বেরিয়ে যাচ্ছি আশীষদা। ভোর হতে আর দেরি নেই।

আশীষ। হ্যাঁ। চলো, আমরাও বেরোবো।

[নবীন আগাইয়া হেমাঙ্গিনীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল]

নবীন। যাচ্ছি মাসিমা!

হেমা। এস বাবা। দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা।

[নবীন বাহির হইয়া গেল]

মায়া। যাবার আগে বাবার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে ভাল হতো।

আশীষ। সে সম্ভব নয়।

[আশীষ মাকে প্রণাম করিতেই হেমাঙ্গিনী পুত্রকে তুলিয়া তাহার মাথা বুকে চাপিয়া ধরিল। হঠাৎ বাহিরের দরজা ঠেলিয়া বিপুল প্রবেশ করিল]

বিপুল। থ্যাংক্‌ গড্‌। আপনারা আছেন।

মায়া। তাতে আপনার কী সুবিধে হ'ল ?

বিপুল। বলছি। আগে বলুন, আপনারা এখনি বেরোবেন তো ?

মায়া। হ্যাঁ।

বিপুল। আমি ও যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে !

[আশীষ মায়ের বুক হইতে মাথা তুলিয়া বিপুলকে দেখিল। তারপর কহিল]

আশীষ। একটু বাংলা ক'রে না বললে বুঝতে পারছি না।

বিপুল। বাংলা কথা হচ্ছে—আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। মার্চে জয়েন করছি এবং লীডারের নির্দেশমত কাজ করছি।

আশীষ। কেন ?

বিপুল। আমার ইচ্ছে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে আপনারা যা করছেন—সেইটেই ঠিক। তা'হলে বলি শুনুন। আমার রিভলভারটা চুরী গিয়েছিল। অবিশ্যি আমার নয়—রিভলভার আমার বাবার। শুনলাম—আপনাদের একজনের কাছে সেটা পাওয়া গেছে। আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন ওঁরা। এই একটু আগে মিঃ ভড় থানায় এসে ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা বার ক'রে আমায় দিয়ে বললেন—আপনি চলে যান। এটা আমিই লুকিয়ে রেখেছিলাম।

মায়া। কিন্তু কেন ?

বিপুল। ওঁর নাকি সন্দেহ হয়েছিল আমার ওপর।

আশীষ। আপনি এখানকার দারোগা ভড়ের কথা বলছেন কি ?

বিপুল। হ্যাঁ।

আশীষ। (মায়ার দিকে চাহিয়া) কী হ'ল ব্যাপারটা? তাঁকে তো আমরা আটকে রেখেছিলাম। ছেড়ে দিলে কে?

[দরজার কাছ হইতে আওয়াজ হইল।—আমি। অনুকূলের প্রবেশ]

অনু। আমি। কিছু বলবে?

আশীষ। না। আমরা ওঁদের আটকে রেখেছিলাম—যাতে আমাদের কোন বাধা দিতে না পারেন—সেইজন্যে।

অনু। বাধা যদি তোমার ভেতর থেকে না আসে, তাহ'লে জেনো বাইরের কেউ কখনো তোমাকে বাধা দিতে পারবে না। তোমরা প্রস্তুত?

মায়া। হ্যাঁ বাবা। বিপুলবাবুও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।

অনু। খুব ভাল কথা। যদি ডাক শুনতে পেয়ে থাকো, তাহ'লে এগিয়ে চলো। আচ্ছা, আর তাহ'লে আমরা সময় নষ্ট করছি কেন? প্রত্যেকে নিরস্ত্র তো?

আশীষ। হ্যাঁ।

অনু। তাহ'লে চলো—এগোই।

আশীষ। আপনি কোথায় যাবেন?

অনু। কেন? তোমরা যেখানে যাচ্ছো।

মায়া। না-না, আপনি কেন যাবেন?

অনু। কেন যাবো না?

আশীষ। আপনি গেলে—মার কাছে কে থাকবে?

হেমা। আমার কাছে কাউকে রাখবার জন্যে তুই ব্যস্ত হোসনে আশীষ। উনি যাবেন বইকি—নিশ্চয় যাবেন। এতবড়

একটা কাজ হবে কালকে, আর উনি চুপ করে বাড়ীতে বসে থাকবেন? তাকি হয়?

আশীষ। তাহ'লে চলুন। আর আমরা দেরি করবো না।

[সবাই একে একে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। সকলের দেখাদেখি বিপুলও আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে প্রণাম করিল। হেমাঙ্গিনী চমকাইলেন কিন্তু বাধা দিলেন না। শুধু বিপুলের মাথায় হাতটি রাখিয়া বিড় বিড় করিয়া কহিলেন]

দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা।

[সবাই বাহির হইয়া গেল অনুকূল চলিলেন সব শেষে। তাহার পিছনে হেমাঙ্গিনী। দরজার কাছ হইতে অনুকূল ফিরিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন]

অনু। একটা কথা বলে যাই। যদি আর না ফিরি—(একটু থামিলেন) আমি—আশীষ—মায়া,—কেউ যদি আর না ফিরি তাহ'লে,—ওই তুলো আর চরকা রইল। আর রইল আশ্রম। দুবেলা দুটো খাওয়ার ব্যবস্থা ওখান থেকেই হবে। তাছাড়া—(আবার থামিলেন) এই রক্তপাত যদি সার্থক হয়, যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তবে সেই স্বাধীন ভারতবর্ষ তোমাকে ভুলবে না। চলি।

[অনুকূল চলিয়া গেলেন। খোলা সদর দরজার ওপর চিত্রার্পিতের মত হেমাঙ্গিনী দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার পিছন দর্শকের দিকে। দাঁড়ানো হেমাঙ্গিনী ও সদর দরজার ফাঁক দিয়া দেখা যায়—দূরে পূব আকাশ লাল হইয়া উঠিতেছে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[কালেক্টরির সম্মুখস্থ ফাঁকা জায়গা। চারদিক হইতে 'বন্দে মাতরম্' ও মাঝে মাঝে গুলির শব্দ ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। আবার নিশ্চুপ হইয়া যাইতেছে। আবার দূরে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠিয়া এইদিকে আগাইয়া আসিতেছে। ইন্‌স্পেক্টর ভড় ও পুলিশসার্জেন্ট রবার্টসন্ প্রবেশ করিল]

রবার্ট। ওদিকটা একদম ঠাণ্ডা করা গেছে। এখন স্যার—

ভড়। হ্যাঁ, ওদিকটা হয়েছে। এবার বড় দলটা এদিক দিয়ে আসছে। আচ্ছা, নবীন যে দলটা নিয়ে আসছিল, তাদের—

রবার্ট। ওদের দুটি ছেলে মারা গেছে। লিডার নিজে উন্‌ডেড্ হয়েছে। ওকে আর চারটি ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভড়। আর এরা? অনুকূলের দল? তার মেয়ে?

রবার্ট। মেয়েটি মারা গেছে। কিছু উন্‌ডেড্ হয়েছে—বাকী পালিয়ে গেছে।

ভড়। অনুকূলের মেয়েটা মারা গেছে?

রবার্ট। হ্যাঁ স্যার। বুকে গুলি লেগেছিল।

[নেপথ্যে মার্চের শব্দ। লেফট্...রাইট...লেফট্...]

ভড়। কী ব্যাপার?

রবার্ট। আর্মড্ পুলিশ পজিসন্ নিচ্ছে।

ভড়। ও! অনুকূল কোথায়?

রবার্ট। মেয়ের ডেড্‌বডির কাছে চুপ ক'রে বসে আছে।

[নেপথ্যে মিলিত গলায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি শোনা গেল]

ভড়। ওই ওরা এসে পড়েছে। তুমি যাও। পুলিশের কাছে গিয়ে দাঁড়াও।

রবার্ট। Yes Sir.

[Salute করিয়া চলিয়া গেল। ভড় প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। 'বন্দে-মাতরম্' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া প্রবেশ করিল বিপুল। তাহার হাতে প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। সঙ্গে আরো দুটি যুবক।]

ভড়। একি মশায়! আপনি কোত্থেকে এলেন? এঁ্যা! আপনি এদের মধ্যে ঢুকেছেন কেন?

বিপুল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

ভড়। সরে যান সরে যান। আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। আপনি তালুকদারের লোক। সরে যান!

বিপুল। আপনি সরে যান। আমাকে আমার কাজ করতে দিন। বন্দে মাতরম্।

[ছেলেরা ও পিছনে অদৃশ্য বিরাট জনতা উচ্চারণ করিল—বন্দে মাতরম্। বিপুল অগ্রসর হইবে এমন সময় নেপথ্যে শোনা গেল—ফায়ার! মঞ্চের উপর কয়েকটি ছেলে পড়িয়া গেল। বিপুলের পায়ে গুলি লাগিয়াছিল। সে মাটিতে পড়িয়া পতাকা উঁচু করিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—]

বিপুল। আশীষ! এস ভাই! জাতীয় পতাকা নাও আমার হাত থেকে।

[সঙ্গে সঙ্গে আশীষ ও আরো দু'টি ছেলে মঞ্চে ঢুকিল। আশীষ বিপুলের হাত হইতে ফ্ল্যাগ লইল। চীৎকার করিল—বন্দে মাতরম! কয়েকটি পুলিশ আহতদের সরাইয়া লইয়া যাইতেছে। আশীষ অগ্রসর হইতেই নেপথ্যে অর্ডার হইল—ফায়ার। বন্দুকের শব্দ। আশীষ ও সহকর্মীগণ পড়িয়া গেল। আশীষ ফ্ল্যাগ উঁচু করিয়া চীৎকার করিল—]

কে আছ! পতাকা নাও! পতাকা নাও—আমার হাত থেকে। কে আছ?

[ঝড়ের বেগে হেমাঙ্গিনী প্রবেশ করিলেন]

হেমা। এইযে! আমি আছি বাবা!

[পুত্রের হাত হইতে পতাকা লইয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন। নেপথ্যে মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শোনা যাইতেছে। পুলিশ আসিয়া আহতদের লইয়া গেল]

ভড়। একি মা! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ছি ছি! ফেলে দিন ফ্ল্যাগ। ফ্ল্যাগ ফেলে দিন।

হেমা। সরো! কাজ করতে দাও।

(নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন)

বন্দে মাতরম্…বন্দে মাতরম্…বন্দে মাতরম্!

[দু'পা অগ্রসর হইতেই বন্দুকের শব্দ। হেমাঙ্গিনীর ডানবাহু হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি বাম হাতে ফ্ল্যাগ লইলেন। মন্ত্র বলিতেছেন—বন্দে মাতরম্! যেন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। আবার অগ্রসর হইতেই বন্দুকের শব্দ। বুকে গুলি লাগিয়াছে। দরদর ধারে রক্ত পড়িতেছে]

হেমা। একি হল? আরতো পারবো না। আরতো বইতে পারছি না।

[পড়িয়া গেলেন। কিন্তু পতাকা উঁচু করিয়া ধরা]

হেমা। ওগো! কে আছ কোথায়? আমার হাত থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা পড়ে যাচ্ছে যে। তুলে নিয়ে এগিয়ে যাও। ওঃ! আর যে পারছি না। কে আছ! আমার হাত থেকে জাতীয় পতাকা ধূলোয় লুটোবে—? কে আছ গো! শীগগির এসে ধরো!

[ধূলায় পড়িয়া যাইবার আগে আবার প্রাণপণ শক্তিতে তুলিয়া ধরিলেন]

হেমা। কেউ নেই? কেউ নেই?

[কোথা হইতে স্বপ্না ছুটিয়া ঢুকিল]

স্বপ্না। আমি আছি মাসীমা! আমি এখনো আছি! আমায় দিন ফ্ল্যাগ্! আমি এগিয়ে যাচ্ছি!

হেমা। আঃ! জয়ী হও মা! জয়ী হও তুমি। আঃ!

[পতাকা স্বপ্নার হাতে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ভড় আসিয়া পথ আটকাইল]

ভড়। না। আপনাকে আমি যেতে দেবো না।

স্বপ্না। সরুন, সরুন! আর আপনার সাধ্য কি যে আমার পথ আটকান? সরে যান!

ভড়। না!

(হাত ধরিতে গেল)

স্বপ্না। আপনি ছোঁবেন না আমাকে। তাহ'লে স্নান করতে হবে।

ভড়। ও! স্নান করতে হবে? তাহ'লে মরুন!

স্বপ্না। (হেসে) মরবো না। বাঁচবো বলে ছুটে এসেছি। বন্দে মাতরম্!

[প্রতিধ্বনিত হইল সহস্রকণ্ঠে বন্দে মাতরম্। স্বপ্না আগাইয়াছে—নেপথ্যে শব্দ হইল—ফায়ার। তৎক্ষণাৎ আর একটি চীৎকার হইল—হল্ট। দ্রুতবেগে মজুমদার প্রবেশ করিলেন]

মজুম। হল্ট! Don't shoot.

[স্বপ্না 'বন্দে মাতরম্' বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে চীৎকার—বন্দে মাতরম্! ছুটিয়া রবার্ট ঢুকিল মজুমদারকে salutd করিয়া]

রবার্ট। স্যার, ওই দেখুন। মিস তালুকদার ক্যালেক্টরির ওপর থেকে ইউনিয়াম জ্যাক টেনে ফেলে দিয়ে সেখানে ব্লাডি ইণ্ডিয়ান-ফ্ল্যাগ বসাচ্ছেন।

মজুমদার। What's that to you?

রবার্ট। স্যার?

মজুমদার। I say what's that to you? Let her do it. Get out.

রবার্ট। কিন্তু স্যার—

মজুমদার। That's my responsibility. Get out.

[রবার্টসন্ salute করিয়া চলিয়া গেল। মজুমদার ফিরিয়া হেমাঙ্গিনীকে দেখিলেন। পরে টুপি খুলিয়া বাঁ হাতে লইয়া ডান হাতে মৃতাকে salute করিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিরে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি প্রবলতর হইতেছে। নাটকের শেষ যবনিকা নামিয়া আসিল।]

॥ কয়েকখানি নাটক ॥

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

* প্রফুল্ল
* সিরাজদ্দৌলা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

* সাজাহান
* চন্দ্রগুপ্ত
* মেবার পতন
* সীতা
* নুরজাহান
* দুর্গা দাস

অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

* কর্ণাৰ্জ্জুন

ছোটদের হাসির নাটক

* পণ্ডিত বিদায়

শিবরাম চক্রবর্তী

* শুধু হাসির গল্প
* মণ্টুর মাষ্টার

ত্রিপুরেশ্বরী বুক ষ্টল
২২ বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬